গান

বিষয়ানুযায়ী সূচী।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিবিধ।

মায়ার খেলা।

বাল্মিকী-প্রতিভা।

জাতীয় সঙ্গীত।

বাউল।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

গান

ললিত—একতালা।

শুন নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি?
দেখ, তোমারি দুয়ার পরে,
সখি, এসেছে তোমারি রবি।
শুনি প্রভাতের গাথা মোর,
দেখ, ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ, জগৎ জেগেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি!
তবে, তুমি কি রূপসি জাগিবে না কো,
আমি যে তোমারি কবি!
শুন আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে,
ভবে, নব জীবনের গান।
প্রভাত নীরদ, প্রভাত সমীর,

প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির,
সমস্বরে তারা সকলে মিলিয়া
মিশাবে মধুর তান।
তবে, শিশিরে মু'খানি মাজি,
সখি, লোহিত বসনে সাজি,
দেখ, বিমল সরসী আরসির পরে
অপরূপ রূপ রাশি।
তবে, থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া,
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।
শুন নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি ?
সখি, গাহিছে তোমারি রবি
আজি তোমারি দুয়ারে আসি !

বেহাগ—একতালা।

বলি ও আমার গোলাপ বালা,
তোল মু'খানি, তোল মু'খানি,
কুসুম-কুঞ্জ কর আলা !

বলি, কিসের সরম এত !
সখি, কিসের সরম এত !
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত !
হের, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
হের, ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগৎ যত।
সখি, বলিতে মনের কথা,
বল, এমন সময় কোথা !
প্রিয়ে, তোল মু'খানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত !
আমি এমন সুধীর স্বরে,
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে, মু'খানি তুলিয়া চাও,
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও !

পিলু—খেমৃটা।

বল, গোলাপ, মোরে বল্, তুই ফুটিবি সখি কবে ?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুধা হাস.
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস, পাখী গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি সখি, কবে ?
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা, সাঁজে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি,
দূরে পাতার আড়ালে সাঁজের তারা, মু'খানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হতে আসিয়াছে—যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি, রয়েছে নয়ন তুলি, তুই ফুটিবি সখি কবে ?

মিশ্রসিন্ধু—একতালা।

কি হল আমার ! বুঝি বা সজনি,
হৃদয় হারিয়েছি !
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে,
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,

সহসা সজনি, চেতন পাইয়া,
সহসা সজনি, দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি!
পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে,
হৃদয় হারিয়েছি!
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
তার পর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়,
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি,
সহেনি ভ্রমর চরণ-ভর!
চিরদিন সখি, বাতাসে খেলিত,
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত,
সুধা পরিমলে অধর ভরিয়া,
লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত, হাসিতে হাসিতে,

কাছে এলে তারে দিত না বসিতে,
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি!

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে,
বসন্তের বাতাস টুকুর মত!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে,
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত!
সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল, ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম বনেতে!
সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখেন দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তার রেখে গেছে রে,

মনে হল আঁখির কোণে,
আমায় যেন ডেকে গেছে সে!
আমি কোথায় যাব, কোথায় যাব,
ভাব্‌তেছি তাই একলা ব'সে!

সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল,
ঘুমের ঘোর!
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল!
হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!

খাম্বাজ—একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।

তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়,
তার কানে কানে কি যে কহে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
সে যে ভাবিতেছে কত কথা।
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে!
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি!
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি!

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান!
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান!
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

এবার বসন্তে কি রে যুঁথীগুলি জাগেনি রে!
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান!
এবার কি সমীরণ, জাগায় নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না ত, চলে গেল ম্রিয়মাণ!
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

যতগুলি পাখী ছিল, গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধেবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ!
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

বসন্তের শেষ রাতে, এসেছি রে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কি তোমারে করি দান!

কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান!
এবার বসন্ত গেল, হল না হল না গান!

বেহাগ—আড়খেমৃটা।

ওগো শোন কে বাজায়!
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশি খানি, চুরি করে হাসি খানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়!
ওগো শোন কে বাজায়!
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুল গুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারি কলতান, কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়!
ওগো শোন কে বাজায়!

মিশ্রপিলু—আড়খেমৃটা।

হেলাফেলা সারাবেলা এ কি খেলা আপন সনে!
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে!
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি, কে জানে গো কাহার হাসি!

দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল, রেখে যায় এই নয়ন-কোণে !
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী, দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে !
সারা দিন গাঁথি গান, কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুল বনে !

যোগিয়াবিভাস—একতালা ।

আজি শরত তপনে, প্রভাত স্বপনে,
কি জানি পরাণ কি যে চায় !
ওই শেফালির শাখে, কি বলিয়া ডাকে,
বিহগ বিহগী কি যে গায় !
আজি মধুর বাতাসে, হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায় !
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুল বাসে,
সুনীল আকাশে মন ধায় !
আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই,
জীবন বিফল হয় গো !
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়,
"এ নহে, এ নহে, নয় গো !"

কোন্ স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে, বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!
আমি যদি গাঁথি গান, অথির পরাণ,
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা, লয়ে ফুল ডালা,
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ, যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে,
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

কালাংড়া।

(ও গো) কে যায় বাঁশরী বাজায়ে!
আমার ঘরে কেহ নাই যে!
তারে মনে পড়ে, যারে চাই যে!
তার আকুল পরাণ, বিরহের গান,
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে!

আমি আমার কথা তারে, জানাব কি করে,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে!
কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে!
সারা বিভাবরী, কার পূজা করি,
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
বাঁশিস্বরে হায়, প্রাণ নিয়ে যায়,
আমি কেন থাকি হায় রে!

বিভাস।

ওলো সই, ওলো সই!
আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই!
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি, কোণে বসে কানাকানি,
কভু হেসে, কভু কেঁদে, চেয়ে বসে রই!
ওলো সই, ওলো সই!
তোদের আছে মনের কথা, আমার কাছে কই!
আমি কি বলিব—কার কথা, কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা,
নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই!

ওলো সই, ওলো সই!
তোদের এত কি, বলিবার আছে, ভেবে অবাক্ হই!
আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে, আপনি ভাসি নয়নজলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই!

মিশ্র ইমন—কাওয়ালি।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।
শুনেছি মূরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে
ভেবে সারা হই।
কানন-পথে যে খুসি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়,
সখি বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি!

সিন্ধু—খেমটা।

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজ্‌বে বাঁশি যমুনাতীরে।
আমরা কি ক'র্‌ব? কি বেশ ধ'র্‌ব? কি মালা প'র্‌ব?
বাঁচ্‌ব কি ম'র্‌ব সুখে? কি তারে বল্‌ব? কথা কি রবে মুখে?

শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন নীরে!

মিশ্র বারোয়াঁ—আড়খেমটা।

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন স্বপনের পারা!
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে,
ভুলে গিয়েছি!
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা!
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি চেয়ে চলে যাও!
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও!
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,

তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা!

আলেয়া।

সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে!
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে!
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস্ নে!
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে!

সখি, তরুর তলায়, বসে সে ধূলায় যে!
সেথা বকুলমালার আসন বিছায়ে দে!
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে!
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে!
সখি, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে!

সিন্ধু—ভৈরবী।

কেন বাজাও কাঁকণ কনকন, কত
ছল ভরে!

ও গো ঘরে ফিরে চল, কনক কলসে
জল ভরে'!
কেন জলে ঢেউ তুলি, ছলকি ছলকি
কর খেলা!
কেন চাহ খণে-খণে, চকিত নয়নে
কার তরে,
কত ছল ভরে!

হের যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ, করে কানাকানি
কলস্বরে,
কত ছল ভরে!
হের নদী-পরপারে গগন কিনারে
মেঘ-মেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ পরে
কত ছল ভরে!

ছায়ানট।

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি সরম লাগে, মুখে
চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা,
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি থমকি থেমে যাও
পথমাঝে।
আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে,
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

কাফি—একতালা।

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
"সখি, জাগো জাগো!"
মেলি রাগ-অলস আঁখি
"সখি, জাগো জাগো!"
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি—
"সখি, জাগো জাগো!"
জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল সৌরভে,
মৃদু মলয় বীজনে
জাগ নিভৃত নির্জ্জনে!

জাগ আকুল ফুল-সাজে,
জাগ মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি—
"সখি, জাগো জাগো!"

কালাংড়া।

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা।
সরমে জড়িত কত না গোলাপ,
কত না গরবী করবী,
কত না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

অমল শরত শীতল সমীর
বহিছে তোমারি কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ, তোমার
অধরে পড়েছে এসে।

অঞ্চল হতে বনপথে ফুল,
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া,
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

কানাড়া।

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়!
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ-মূলে
তুলে দেখিয়ো।
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে-আসা ফুলফল,
এ যে ব্যথাভরা মন মনে রাখিয়ো।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে!
রাখ যদি ভালবেসে, চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও?
আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়!

ভৈরবী।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হল মরি লাজে!
সরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে!

আলোক-পরশে মরমে মরিয়া
হের গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া,
কামিনী শিথিল সাজে!

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি;
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি!

পাখী ডাকি বলে—গেল বিভাবরী,—
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী,
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে!

কীর্ত্তনের সুর।

বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে।
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে।
তোমারে হৃদয়ে করে', আছি নিশিদিন ধরে',
চেয়ে থাকি আঁখি ভরে' মুখের পানে!
বড় আশা বড় তৃষা বড় আকিঞ্চন, তোমারি লাগি!
বড় সুখে বড় দুখে বড় অনুরাগে রয়েছি জাগি!
এ জন্মের মত আর, হয়ে গেছে যা হবার,
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণটানে।

বিভাস।

হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়, হায় সজনি!
উথলে নয়ন-বারি!
যে দিকে চেয়ে দেখি ও গো সখি,
কিছু আর চিনিতে না পারি।
পরাণে পড়িয়াছে টান, ভরা নদীতে আসে বাণ,
আজিকে কি ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি!

কেন এমন হল গো আমার এই নব যৌবনে!
সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ পবনে!
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ,
জানি না কি বাসনা কি বেদনা গো,
আপনা কেমনে নিবারি।

মিশ্র—মূলতান।

আমার মন মানে না (দিনরজনী)!
আমি কি কথা স্মরিয়া, এ তনু ভরিয়া, পুলক রাখিতে নারি!
ওগো কি ভাবিয়া মনে, এ দুটি নয়নে, উথলে নয়নবারি।
(ওগো সজনি!)
সে সুধাবচন, সে সুখ-পরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।
(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসী।
কেন না জানি!
(ওগো) বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কি
মুখ জাগে!
(ওগো) বন মর্ম্মরে, নদী নির্ঝরে, কি মধুর সুর লাগে!
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে,
আমি এ কথা এ ব্যথা, সুখ-ব্যাকুলতা, কাহার চরণ-তলে
দিব নিছনি?

কীর্ত্তনের সুর।

ভালবেসে সখি, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে!
আমার পরাণে যে গান বাজিছে,
তাহারি তালটি শিখিও—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!
ধরিয়া রাখিযো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখীটি—তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে!
মনে করে সখি, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি—তোমার
কনক-কঙ্কণে!
আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো—তোমার
অলক-বন্ধনে!
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো—তোমার
ললাট-চন্দনে!

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো—তোমার
অঙ্গ-সৌরভে !
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমাব
অতুল গৌরবে।

মল্লার।

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণামাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খণে।
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।
ঝর ঝর ঝরে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।

আমার পরাণ-পুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয় কোণে!
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

মিশ্র—খেমটা।

পুরাণো সে দিনের কথা ভুল্‌বি কি রে হায়!
(ও সেই) চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।
(আয়) আরেকটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়,
(মোরা) সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।
(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায়।
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—
(আবার) দেখা যদি হল সখা, প্রাণেব মাঝে আয়।

ভৈরবী—তেওরা।

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে!

এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল, বিরহ শয়নে!

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনা-পারে এসেছি!
বহি' বৃথা মনো-আশা এত ভালবাসা বেসেছি!
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে!

ওগো ভোলা ভাল তবে, কাঁদিয়া কি হবে মিছে আর!
যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর!
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মত,
রজনী-প্রভাতে বসে রব কত!
এবারের মত বসন্ত-গত জীবনে!

সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়!
বাতাস যখন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায়।

মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখ না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়!

বেহাগ—আড়াখেমৃটা।

দুজনে দেখা হল—মধু যামিনীরে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিণা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে।
আর ত হল না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে!

রামকেলি—একতালা।

কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে,
মিলন যামিনী গত হলে!

স্বপন শেষে নয়ন মেলো,
নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কি হবে শুকানো ফুলদলে,
মিলন যামিনী গত হলে!
জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখী,
উষা সকরুণ অরুণ আঁখি!
এস প্রাণপণ হাসিমুখে,
বল, "যাও সখা, থাক সুখে!"
ডেকো না রেখো না আঁখিজলে,
মিলন যামিনী গত হলে!

সিন্ধু—একতালা।

তবে শেষ করে দাও শেষ গান, তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হলে'!
বাহু ডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে?
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে!

মিশ্র—একতালা।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে!
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম-জালে।

যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো।
যদি জল আসে আঁখি-পাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
এক দিন যদি বাঁধা পড়ে কাজে শরদ-প্রাতে—
তবু মনে রেখো।
যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে—
তবু মনে রেখো।

সিন্ধু—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
বিকচ বকুল ফুল, দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায় !
নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায় ?

একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী পরাণ মজিল, সই !
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
একবার রাধে রাধে, ডাক্ বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা এ নিশি পোহায়, হায় !
কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভুল !
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি, লো সই !
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই ?

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি !
তবে, সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরী !
সখি, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না !
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তারে কহে না !

যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
আমারে ভুলালে কেন সে!
ও গো এ চির জীবন করিব রোদন,
এই ছিল তার মানসে!
যবে কুসুম-শয়নে নয়নে নয়নে
কেটে ছিল সুখ রাতি রে,
তবে, কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথীরে!
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে,
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা, পরাণের আশা,
চরণের তলে রেখে আয়!
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার,
কত আর ঢেকে রাখি বল্!
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখি জল!
না না এত প্রেম সখি, ভুলিতে যে পারে,
তারে আর কেহ সেধ না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে সব বেদনা!

ও গো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা!
ও গো সুখ-দিন হায়, যবে চলে যায়,
আর ফিরে আর আসে না!

কানেড়া—যৎ।

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,
তাহারে পড়েছে মনে বকুল-তলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
সেদিনো ত মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে;
দুটি সোহাগের বাণী, যদি হত কানাকানি,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে।
মধুরাত্তি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চ'লে।

ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে !
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে !

ভৈরবী—একতালা।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন—
আকুল নয়ন রে !
কত নিতি নিতি বনে, করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে !
কত শরত যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া !
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে !
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে !
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি,
কার দরশন যাচি রে !

যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি বসে আছি রে!
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়,
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া!
ও গো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে!
ও গো তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে!
ওই বাঁশি-স্বর তার, আসে বারবার,
সেই শুধু কেন আসে না!
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা!
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়,
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি!
ও গো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি!

এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি !
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাত-চরণে ঝরিব.
ও গো আছে সুশীতল, যমুনার জল,
দেখে তারে আমি মরিব !

মিশ্র ভৈরোঁ।।

(আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী।
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরি !
ম্লান প্রদীপ উষানিল-চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল সখি চল,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি।
শরত-প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বনতল শিশির সুশীতল,
পুলকাকুল তরুবল্লরী !
বিরহ-শয়নে ফেলি মলিন মালিকা,
এস নব ভুবনে এস গো বালিকা,

গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা,
অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী !

বেহাগ—একতালা।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা !
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়,
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা !
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধরে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষা !
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে,
শুধু আধখানি ভালবাসা !

কেদারা—কাওয়ালি।

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী,
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল!
আমি আসি যাই যতবার, চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো!
শ্রাবণে আঁধার দিশি, শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন।
কত ভাবে কত গীতি, গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখি জলে ভাসিল!

দেশ মল্লার—রূপক।

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়!

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।

দুজনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব !
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে' গেছে আর সব !

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
শ্রাবণ বরিষণে, একদা গৃহকোণে,
দু' কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কি বা কার ?

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।

যে কথা এ জীবনে, রহিয়া গেল মনে,
সে কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘনঘোর বরিষায়!

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

যাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে ফিরে যাও,
কারে চাও, কেন চাও, আশা কে পূরাতে পারে!
সবে চায়, কে বা পায়, সংসার চলে যায়,
যে বা হাসে, যে বা কাঁদে, যে বা পড়ে থাকে দ্বারে!

বেহাগ।

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে,—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।

কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-
সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা,
অনল শিখায় কি করিনু খেলা,
দিন-শেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে!

বাহার—কাওয়ালি।

হায় রে সেই ত বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়!
সব মরুময়, মলয় অনিল এসে, কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায়
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকান পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কায়,
প্রাণ করে হায় হায়!
ফুরাইল সকলি!

প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর?
কি বা জোছনা ফুটিত রে! কি বা যামিনী!
সকলি হারাল, সকলি গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায়!

পূরবী—কাওয়ালি।

যে ফুল ঝরে সেই ত ঝরে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে।
গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা!
ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা!

খাম্বাজ।

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল!
ভবের পদ্মপত্রে জল সদা করছি টলমল।
মোদের আসা যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল!
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা, আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল!

লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি, ধনে পুত্রে উঠুন্ ফুলি,
লুঠুন্ তোমার চরণধূলি গো!
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফির্‌ব ধরাতল!
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে, বোঝাই করা সোনার পাটে,
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো!
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল!
আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে?
যদি সুখ না জোটে, দেখ্‌ব ডুবে কোথায় রসাতল!
আমরা জুটে সারাবেলা, কর্‌ব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেল্‌ব খেলা গো!
কণ্ঠে যদি গান না আসে, কর্‌ব কোলাহল!

ভূপালী।

(ও গো) ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিট্‌ল আমার আশ!
এবার তবে আজ্ঞা কর, বিদায় হবে দাস!
জীবনের এই বাসর-রাতি, পোহায় বুঝি, নেবে বাতি,
বধূর দেখা নাইক, শুধু প্রচুর পরিহাস!

এখন থেমে গেল বাঁশি, শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি,
উঠ্‌ল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ!
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে, গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি বাস!

ভৈরবী - কাওয়ালি।

হাসি রে কি লুকাবি লাজে?
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে!
রুধিয়া অধর-দ্বারে,
ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে,
কখন্ সে ছুটে এল নয়ন-মাঝে!

ইমন ভূপালি—কাওয়ালি।

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ!
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
এ যে গগনের তারা,
মর্ত্ত্যে এল পথহারা,
এল ভুলে অশ্রুজলে পুলকেরি হাস

রামকেলি—কাওয়ালি।

মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি,
জুড়াক্ দুনয়ন!
মলিন বসন ছাড় সখি,
পর আভরণ।
অশ্রু-ধোয়া কাজল-রেখা,
আবার চোখে দিক্ না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে
কুসুম-বন্ধন!

বাউলের সুর।

ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল্ ধরে।
যে আসে তোমার পাশে, সবাই হাসে দেখে' তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে, ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে।
তোর নাই অবসর, নাইক দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই, সময় না পাই নানান্ কাজে।
ও রে তুই কি শুনাতে, এত প্রাতে মরিস ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাফালা, দিবি সবায় পাগল করে।

ও রে তুই, কি এনেছিস্, কি টেনেছিস্ ভাবের জালে,
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া নাইক সাড়া, রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে।
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
বসে তুই আরেক কোণে, নিজের মনে নিজের ভাবে,
ও রে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে।
মিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি, না জানি কোন্ আশার
জোরে

টোরিভৈরবী—একতালা।

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।
কোন্ খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায়!
নবীন তরী নতুন চলে, দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার কিনারায়!
ভেসেছিল স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধরে,
লেগেছিল পালের পরে মধুর মৃদুবায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে, মেঘ ছিল না গগন-কোণে,
লাগবে তরী কুসুমবনে, ছিলেম সেই আশায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে!
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে।
তোরা সুধা করিস্ দান, তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়,
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে যায়!
তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা, আর ত রবে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে, প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে,
পরাণ ভেঙে মধু দিবি অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে, শুকায়ে পড়িবি শেষে!

মিশ্র—একতালা।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।

আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা,
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা!
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা!

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও!
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।

তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে!

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি!
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও!
বসন আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে' যাও আশার অতীত হ'য়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি,
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে'
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে' ?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি !
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি !
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে !

কীর্ত্তনের সুর—রূপক।

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে !
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে !
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।

বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব!
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি,
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার,
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনের গান গাও দিখি!
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই,
খাঁচার গান লহ শিখি।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই!

বনের পাখী বলে, আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।

খাঁচার পাখী বলে, খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী বলে, নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।
বনের পাখী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়!
দুজনে কেহ কারে, বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা, ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে কাছে আয়!

বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার!
খাঁচার পাখী বলে —হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার!

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে!
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে।
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।

মিশ্র—কাওয়ালি।

ওগো তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে।
ও পারেতে উপবনে, কত খেলা কতজনে,
এ পারেতে ধূ-ধূ মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি!
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি!
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে।

বাগেশ্রী—আড়খেম্‌টা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া!
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ
রজনী আসিছে ঘিরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।

মিশ্রমোল্লার।

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহহারা!
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা!
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলারে, তিমির-দুকূলারে!
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে নাহি শশিতারা!

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা!
চমকে চমকে সহসা দিক্ উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী,
থর থর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন-মেদিনী;

গুরু গুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড় কড় বাজ।

শঙ্করাভরণ—মিশ্রতাল।

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে!
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা ;—
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব!
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি রে শুনি মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে,
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ু হিলোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে!
শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা!

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব!
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে!
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে!
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে!
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা!
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব!
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে!
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বর মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে!
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা!

কীর্ত্তনের স্থর।

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবানিশি দেখে মন কেমন করে!
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে!
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে।
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্তে পারে!
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে চিন্‌তে পারি দেখে তারে।

পূরবী।

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে লও খেয়ার নেয়ে।
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে!

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব !
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে !
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে !
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে !
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা !
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব !
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে !
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বর মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে !
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা !

কীর্ত্তনের স্থর।

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবানিশি দেখে মন কেমন করে!
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে!
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে।
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্তে পারে!
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে চিন্তে পারি দেখে তারে।

পূরবী।

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে লও খেয়ার নেয়ে।
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে!

ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে!
এস এস শ্রান্তিহরা, এস শান্তি সুপ্তিভরা,
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে!

কীর্ত্তন।

এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে ফিরে এস!
ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস, আমার করুণ-কোমল এস,
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!
আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস,
আমার সব সুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এস!
আমার চিরবাঞ্ছিত এস, আমার চিতসঞ্চিত এস,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস!
আমার মুখের হাসিতে এস, আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এস!
আমার সকল স্মরণে এস, আমার সকল ভরমে এস,
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস!

ইমন কল্যাণ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী!
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা;—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী!

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী!
তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙিয়া;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী!

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী!

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে ;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী।

ভৈরবী—একতালা।

ও গো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই ?
ও গো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ
কি কাতর গান গাই' !
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে,
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে,
ভিখারী, আমার ভিখারী !
হায়, পলকে সকলি স'পেছি চরণে,
আর ত কিছুই নাই !
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস ;
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পূরাতে আশ !

মম প্রাণ মন যৌবন নব,
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারী, আমার ভিখারী!
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই!

মিশ্র সুরট।

সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে!
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে!
রিনিঝিনি ঝিন্নীরে!
বিকচ নীপ কুঞ্জে নিবিড় তিমির পুঞ্জে,
কুন্তল ফুল-গন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে,
উন্মাদ সমীরে!
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি অঞ্চল উড়ে চঞ্চল!
পুষ্পিত তৃণবীথি, ঝঙ্কৃত বনগীতি,
কোমল-পদপল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে!
নিকুঞ্জ কুটীরে!

পরজ।

কে উঠে ডাকি
মম বক্ষোনীড়ে থাকি !—
করুণ মধুর অধীর তানে বিরহ বিধুর পাখী !
নিবিড় ছায়া গহন মায়া,
পল্লবঘন নির্জ্জন বন,
শান্তপবনে কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী !
যামিনী বিভোরা নিদ্রাঘনঘোরা,
ঘন তমালশাখা, নিদ্রাঘন মাখা !
স্তিমিত তারা চেতনহারা,
পাণ্ডুগগন তন্দ্রামগন,
চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত
নিদ্রালস আঁখি !

খাম্বাজ।

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি !
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি !

তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি!
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এনেছি যুঁথি জাতি।
তব পদতললীনা, বাজাব স্বর্ণ-বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী!

ভৈরবী।

তুমি যেয়ো না এখনি!
এখনো আছে রজনী!
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরু গহন, আঁধার ধরণী!
বড় সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,
চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন!
আজি যাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী!

ভৈরোঁ।

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে,
কে গো চির বিরহিনী!

নিশিভোরে আঁখি জড়িত ঘুমঘোরে,
বিজন ভবনে, কুসুম-সুরভি মৃদু পবনে,
সুখ শয়নে, মম প্রভাত স্বপনে।
শিহরি চমকি জাগি তারি লাগি!
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুমকাননে!

ঝিঁঝিট।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী!
তুমি থাক সিন্ধু-পারে ও গো বিদেশিনী!
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী!
আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমার গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ও গো বিদেশিনী!
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ও গো বিদেশিনী!

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে,
আমার নিভৃত নব জীবন পরে।

প্রভাত কমল সম, ফুটিল হৃদয় মম,
কার দুটি নিরুপম চরণ তরে!
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি।
কোথা হতে সমীরণ, আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে!
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।
লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা!
আমার বাসনা আজি, ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা ভরে!
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।

কানেড়া।

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি, কেন এত ভালবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে!
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চির-পুরাতন চির জীবনে!

তুমি না দাঁড়ালে আসি, হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে!

ইমনকল্যাণ।

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন ফুলহার!
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার!
নীল অম্বর চুম্বন-নত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার!
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ।
চরণ ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ!
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন, তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার!

মিশ্র রামকেলি।

কথা তারে ছিল বলিতে!
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে।
বসে বসে দিবারাতি, বিজনে সে কথা গাঁথি,
কত যে পূরবী রাগে, কত ললিতে!
সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুম বনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে;

সে কথা লইয়া খেলি, হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি, কার মন ছলিতে!
কথা তারে ছিল বলিতে!

খাম্বাজ—একতালা।

আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে!
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে!
কোমল তব কমল করে, পরশ কর পরাণ পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে!
কখনো সুখে কখনো দুখে, কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে!
কেহ না জানে কি নব তানে, উঠিবে গীত শূন্যপানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে!

কেদারা।

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে!
এ নিশীথ কালে, কে আসি দাঁড়ালে,
খুঁজিতে আসিলে কাহারে!

বহুকাল হ'ল বসন্ত দিন,
এসেছিল এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন
অকূল পুলক-পাথারে !
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে,
জেগে বসে আছি একা রে !
অতিথি অজানা, তব গীতস্বর
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে, যাব তব সনে
অচেনা অসীম আঁধারে !

ভৈরোঁ।

এস গো নূতন জীবন !
এস গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এস গো ভীষণ শোভন !
এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত,

এস গো ভূষণবিহীন, রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন!
থাক বীণা বেণু, মালতী মালিকা,
পূর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহেলিকা,
এস গো প্রখর হোমানল শিখা,
হৃদয়-শোণিত-প্রাশন!
এস গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ সাধন!

কালাংড়া।

পুষ্প বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে!
পরাণে বসন্ত এল কার মন্তরে!
মঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখী,
বহিল আনন্দধারা মরু প্রান্তরে!
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে!
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালবাসা প্রাণ পিঞ্জরে!

মুলতান।

উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার!
এস রে তৃষিত বুক রাখ হাহাকার!
হের ওই গেল বেলা, ভাঙিল ভাঙিল মেলা,
গেল সবে ছাড়ি খেলা ঘরে যে যাহার!
হে ভিখারী কারে তুমি শুনাইছ সুর!
রজনী আঁধার হল পথ অতি দূর!
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে, আর কাজ নাহি গানে,
এখন্ বেসুর তানে বাজিছে সেতার!
উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার!

খাম্বাজ।

চিত্ত পিপাসিত রে, গীত সুধার তরে।
তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা,
কাতর অন্তর মোর লুণ্ঠিত ধূলি পরে,
গীত সুধার তরে!
আজি বসন্ত নিশা, আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ, তৃষিত চকোর সমান,
গীত সুধার তরে!

চন্দ্র অতন্দ্র নভে, জাগিছে সুপ্তভবে,
অন্তর বাহির আজি কাঁদে উদাস স্বরে,
গীত সুধার তরে!

ভূপালি।

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বনমাঝে!
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমূরতিমতী বাণী,
হিরণ কিরণ ছবিখানি, পরাণের কোথা সে বিরাজে।
মধুঋতু জাগে দিবানিশি, পিককুহরিত দিশি দিশি,
মানস মধুপ পদতলে মূরছি পড়িছে পরিমলে!
এস দেবী, এস এ আলোকে, একবার হেরি তোরে চোখে,
গোপনে থেকো না মনোলোকে, ছায়াময় মায়াময় সাজে!

বাহার।

এ কি আকুলতা ভুবনে! এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির-রস-রাশি, আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি, ফুল-গন্ধ লুটে গগনে।
এ কি প্রাণভরা অনুরাগে, আজি বিশ্ব জগত জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ-পরশ কোথা হতে লাগে!

সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহন বাঁশরি বাজি,
হের, পূর্ণবিকাশিত আজি, মম অন্তর সুন্দর স্বপনে!

বেহাগ।

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম!
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম!
মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভুবন,
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম!
জাগিবে একাকী, তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি!
মম দুঃখ বেদন, মম সফল স্বপন,
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম!

সিন্ধুকানাড়া।

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান!
চাহিলে মুখপানে, কি গাহিলে নীরবে,
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান!
আমি শুনি দিবারজনী, তারি ধ্বনি তারি প্রতিধ্বনি!

তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান!

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে!
মধুর হাসিয়ে ভাল বেস হে।
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও, আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেস হে।

সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা।

দেখ ঐ কে এসেছে, চাও সখি চাও।
আকুল পরাণ ওর, আঁখি হিল্লোলে নাচাও সখি।
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে,
হাসি সুধাদানে বাঁচাও সখি!

পিলু—খেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে, ওলো সজনি!
হাসি খেলিরে মনের সুখে,
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে, দিন রজনী!

কালাংড়া—খেম্‌টা।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে, কেন সে দেখা দিল!
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়ায়ে ছিলেম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল?

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেন রে চাস্‌ ফিরে ফিরে, চলে আয় রে চলে আয়,
এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে—হৃদয়-কুসুম দলে যায়!
হেসে হেসে গেয়ে গান, দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে, চলে আয় রে চলে আয়।

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা, শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি দুটি কথা বলে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়, ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা!

ছায়ানট—কাওয়ালি।

আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি,
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদ ভরি মনপ্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
ঢাল' ঢাল' শশধর, ঢাল' ঢাল' জোছনা,
সমীরণ বহে যা রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি ;
উলসিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মন প্রাণ !

ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন।
আঁধার করে কোথায় যাবি শূন্য ভবন !
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা,
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস্ রে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন !

মিশ্র কালাংড়া—খেম্‌টা।

এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)!
লতা পাতায় এত হাসিতরঙ্গ, মরি কে উঠালে।
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে,
সে কথা কে রটালে!

মিশ্র জয়জয়ন্তী—খেম্‌টা।

আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবে রে!
তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেব না।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে,
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে, দেব না।
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দিব কুসুম বনে,
সখিরে নিয়ে যেতে দেব না!

মূলতানি—কাওয়ালি।

কোথা ছিলি সজনি লো,
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে!

এস সখি, এস হেথা বসি বিজনে,
আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি !
আজি সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে,
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরি ভূষণে,—
গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব মৃদু মৃদু,
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী !

বেহাগ—তাল ফের্‌তা।

মধুর মিলন !
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন।
মর-মর মৃদুবাণী মর-মর মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে ;
নয়নে স্বপন !
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে।
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে,
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন,
হেসে আকুল হল বকুল কানন—
(আমরি মরি) !

কালাংড়া—আড়াখেমৃটা।

দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর,
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়ারে—
(হেথা) জ্যোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে,
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয় লো হেথা, দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে,
(সুখে) গাঁথিব মালা, গণিব তারা, করিব রজনী ভোর।
এ কাননে বসি গাহিব গান, সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে,
(প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি আধো আধো ঘুমঘোর!

মিশ্র—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদুবায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়!

বেহাগ—খেমṭা।

ও কেন চুরি ক'রে চায়!
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়!
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়!

ভৈরবী—খেমṭা।

এবার সখি সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা!
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা!
ছুটেছিল পিয়াসভরে,
মরীচিকা বারির তরে,
ধরে' তারে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা'!

দয়ামায়া করিস্‌নে গো,
ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মানবে না গো,
একটু পেলেই ছাড়া!
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে,
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধিবিচারহরা!

বাউলের সুর।

তোমরা সবাই ভালো!
(যার অদৃষ্টে যেম্‌নি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো।
কেউ বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ বা ম্লান ছলছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।

আমরা তৃষা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে, সবই আমার ভাল লাগে,
কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ কেউ বা দিব্যি কালো!

সিন্ধু—ভৈরবী।

ওগো হৃদয়-বনের শিকারী!
মিছে তারে জালে ধরা, যে তোমারি ভিখারী।
সহস্রবার পায়ের কাছে, আপনি যে জন ম'রে আছে,
নয়নবানের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী!

ললিত—একতালা।

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্‌ রে ভাই।
খেল্‌তে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা.
হেথা হতে আয় রে সরে' নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চল্‌ রে সোজা.
নতুন করে বাঁধ্‌বি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই।

কাফি।

কার হাতে যে ধরা দেব হায়।
(তাই) ভাব্‌তে আমার বেলা যায়।
ডান দিকেতে তাকাই যখন, বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের দিকে ফির্‌লে তখন দখিণ ডাকে আয় রে আয়!

রামপ্রসাদীসুর।

আমিই শুধু রইনু বাকি!
যা ছিল তা গেল চলে, রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি!
আমার বলে ছিল যারা, আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি!
বল্‌ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে, কোন্‌ প্রাণেতে বেঁচে থাকি!

বিভাস—একতালা।

সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাই ক সুখে থাক, অধিক ক্ষণ থাকৃব না ক,
আসিয়াছি দু' দণ্ডের তরে।
দেখ্‌ব শুধু মুখখানি, শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।

খট—ঝাঁপতাল।

আমার যাবার সময় হল, আমায় কেন রাখিস্ ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

হেদেগো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও!
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

হের গো প্রভাত হল সুয্যি উঠে,
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ও গো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিও মোহন বেণু,
নূপুর দিও পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়,
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে।
বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুনু,
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে!

মূলতান—আড়া খেম্‌টা।

বুঝি বেলা বয়ে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয়!
আলোতে ফুল উঠ্‌ল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।

সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব, মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে ব'য়ে, বেলা চলে যায়।

ভৈরবী।

কথা কোস্‌নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে!
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে!
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

ঝিঁঝিট।

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ্‌ কি সাজে!
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে!
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু,
মুহু র্মুহু,
আজ, কাননে ঐ বাঁশি বাজে!
মান করে থাকা আজ কি সাজে!

আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে!
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!

মিশ্র।

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে,
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ও গো তোরা জানিস্ যদি পথ ব'লে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখিগে তার মুখের হাসি,
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
(তারে) ব'লে আসি, তোমার বাঁশি
(আমার) প্রাণে বেজেছে!
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

বাজিবে সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে!
নয়নে আঁখিজল, করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া, মিলাতে চাবে হিয়া,
সেই চরণ-যুগ-রাজীবে!

মিশ্রমোল্লার—একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়!
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই!
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।
পথিকের বেশে, সুখনিশি এসে,
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!

জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমিষে মিলায়!

কেদারা।

যোগি হে, কে তুমি হৃদি আসনে!
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক-বসনে!
মহা আনন্দে পুরিল কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশি হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে!

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে!
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল!
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে?
বনমাঝে, কি মনমাঝে!

যাব কি যাব না, মিছে এ ভাবনা,
মিছে মরি লোকলাজে!
কে জানে কোথা সে, বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে!

মিশ্র—একতালা।

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে,
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে,
সুখ আছে কি মরার চেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম্ম চুলোতে যাক্,
কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!

রাজা প্রজা হবে জড়,
থাক্‌বে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে,
বৈতরণীর নদী বেয়ে!
হরিবোল্‌ হরিবোল্‌!

গৌরী—কাওয়ালি।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া,
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো!
তুমি চিরদিন মধুপবনে,
চির বিকশিত বন-ভবনে,
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো!

যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া,
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো!

বিভাস—একতালা।

বঁধু, তোমায় কর্‌ব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে!
সিংহাসনে বসাইতে,
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক কর্‌ব তোমায় আঁখিজলে!

সিন্ধু।

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন, একলা মধুপ ধেযে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে!

ভৈরোঁ—একতালা।

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে!
দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্-বসনা,
জ্বলে বহ্নি-শিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে,
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে!

মিশ্র—সিন্ধু।

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি!
চাহি না অনেক ধন, রব না অধিকক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি!

তোমরা আনন্দে রবে, নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি!

ভৈরবী—একতালা।

থাক্‌তে আর ত পার্‌লি নে মা, পার্‌লি কৈ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ?
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ ত ফিরালি শেষে, অভয়চরণ কাড়্‌লি কৈ?

বাহার।

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী, হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল।
সখিরে, উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,

নিখিল জগৎ জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভস-রস গান।
কহিছে আকুল বিকচ কুসুমকুল
শ্যামক আনহ ডাকি,
শ্যাম নাম ধরি, শ্যাম শ্যাম করি,
গাওত শত শত পাখী।
বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে - দুখিনী রাধা,
কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদি-বসন্ত সো মাধা?
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্ত সমীর শ্বাসে,
মোদিত বিহ্বল চিত্ত-কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

ভৈরবী।

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।

ছুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস-যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে!

লুম।

সজনি সজনি রাধিকালো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,

মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
  মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার,
  পিনহ নীল আঙিয়া
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
  সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ,
  মিলন গীত গাওরে ;
চঞ্চল মঞ্জীর রাব
  কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মঁদিব
  কনক দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন
  গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলি বেলি
  কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূঁথি, গাঁথ জাতি,
  গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
  কুঞ্জ-পথ চাহিয়া,

মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।

ঝিঁঝিট।

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে,
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূঁথি জাতিরে॥

দেখ সজনি, শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

বেহাগ।

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন-মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি জনু যায়!

আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুম-বন মাঝ!
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়!
আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়!
অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড় পায়!

ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়!

মল্লার।

সজনি গো——
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা,
নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদ পুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে,
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

বোল ত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান,
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।
সজনি——
মোতিম হারে বেশ বনা দে
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত মালে।
খোল দুয়ার ত্বরা করি সহিরে,
ছোড় সকল ভয়লাজে,
হৃদয়, বিহগসম ঝটপট করতহি
পঞ্জর-পিঞ্জর মাঝে!
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোর-ক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর খাওব
কহে ভানু তব দাস।

মায়ার খেলা।

প্রথম দৃশ্য।

কানন।

মায়াকুমারীগণ।

পিলু—একতালা।

সকলে। (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। (মোরা) স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।

দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।

তৃতীয়া। (মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে!

প্রথমা। দুরাশা জাগায়, প্রাণে প্রাণে, আধ-তানে, ভাঙা গানে,
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া। নরনারী হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।

তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।

প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান!
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী!
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। চল, সখি, চল!
কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চল!
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম-ছল,
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৃহ।

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

ইমন কল্যাণ—একতালা।

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে,
তুমি চাও, কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও!
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও!

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি।

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত!

সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরেতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্‌-দিগন্ত!

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ।

কাফি—খেম্‌টা।

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি।

অমর। (শান্তার প্রতি।) যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে!
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব!
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্‌-দিগন্ত! [প্রস্থান।

কাফি—খেমটা।

মায়াকুমারীগণ। মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে,
সে ত রয়েছে মনে!
ওগো, মনের মত সেই ত হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!

মিশ্র কানাড়া--কাওয়ালি

শান্তা। (নেপথ্যে চাহিয়া)
আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো!

কাফি—খেম্‌টা।

(নেপথ্যে চাহিয়া)

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
প্রথমা। মনের মত কারে খুঁজে মর'!
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে!
সে যে রয়েছে মনে!
তৃতীয়া। ওগো মনের মত সেই ত হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!
প্রথমা তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তারে!
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে!
তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে, যাবে তাও!

তৃতীয় দৃশ্য।

কানন।

প্রমদার সখীগণ।

বেহাগ—খেম্‌টা।

প্রথমা। সখি, সে গেল কোথায়!
তারে ডেকে নিয়ে আয়!

সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।

প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়!

দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিণে বাতাস ছুটেছে।
পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে!

প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত লয়ে,

সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায়!

প্রমদার প্রবেশ।

দেশ—কাওয়ালি।

প্রমদা। দেলো, সখি দে, পরাইয়ে গলে,
সাধের বকুলফুলহার।

আধফুট' জুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে,
কবরী ভরিয়ে ফুলভার!
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার!

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন! আনন্দে বিবশা যেন!

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে!
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।

প্রথমা। সখি, তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু, এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর।

মিশ্র ভুপালী—একতালা।

তৃতীয় সখী। সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভাল লাগে!
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস,
প্রাণে কেন নাহি জাগে!
কবে আর হবে থাকিতে জীবন,
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন,
নিত-নব অনুরাগে!

তরল কোমল নয়নের জল,
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে, নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।

উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
সরম-অরুণ-রাগে।

খাম্বাজ—একতালা।

প্রমদা। ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা!
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা,
বুঝিতে পারি না ভাষা!

ফুলের বাধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
'লহ' 'লহ' ব'লে পরে আরাধন,
পরের চরণে আশা!

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু-সাগরে ভাসা' !
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা' !

জিলফ—ঝাঁপতাল।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে !
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল ব'হে যায় নয়নে !

কুমারের প্রবেশ।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

কুমার। (প্রমদার প্রতি) যেও না, যেও না ফিরে ;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে !
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন,
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে !

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,—
এস হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে!

প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি,
কোমল প্রেম-শয়নে!

বসন্তবাহার—কাওয়ালি।

প্রমদা। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই!
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই।
পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই!

অশোকের প্রবেশ।

পিলু—খেম্‌টা।

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভাল বেসেছি।
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে,
রেখ রেখ চরণ হৃদি মাঝে,
না হয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি ত ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি!

বেহাগ—খেম্‌টা।

প্রমদা। ওকে বল, সখি বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল!
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল!

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল।

[প্রস্থান।

ঝিলফ—রূপক।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল ব'হে যায় নয়নে!
এ সুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে,
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি, কখন্ যাবে চলি,
বরিবে সাধ করি বেদনা!
কখন্ বাজে বাঁশী, গরব যায় ভাসি,
পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে।

চতুর্থ দৃশ্য।

কানন।

অমর, কুমার, অশোক।

বেলাবলী—ঢিমে তেতালা।

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে!

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

অশোক। তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ! (খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয় বেদনা!
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালবাসা, কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল!

এ প্রেম কুসুম যদি হত, প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার, চরণে করিতাম দান!
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান!

ভৈরবী—রূপক।

কুমার। সখা, আপন মন নিযে কাঁদিয়ে মবি,
পরের মন নিযে কি হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে!

অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা রবে।
এ মন দিতে চাও দিযে ফেল,
কেন গো নিতে চাও মন তবে?
স্বপন সম সব জানিযো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে,
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক্ সে আপনার গরবে!

মল্লার—রূপক।

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ!
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লইগো বুক পেতে অনল-বাণ!
যতই হাসি দিয়ে দহন করে,
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান!

ঝাঁকি—কাওয়ালি।

অমর। ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা!
অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা!

অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কি অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিল-কুজিত কুঞ্জ!

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়,
জীবন যৌবন গ্রাসে!

অমর ও কুমার। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

বেহাগড়া—ঝাঁপতাল।

মায়াকুমারীগণ। দেখ চেয়ে, দেখ ঐ কে আসিছে।
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে!
হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে!

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ।

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমটা।

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি, (সখা, আপন মনে!)
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালা গাছি!
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয় বায়!
এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিয়াছি!

মূলতান—একতালা।

অশোক। ভালবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে!
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলিনে ছলনাতে!

কুমার। মন দাও, দাও, দাও, সখি, দাও পরের হাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা. ভুলিনে ছলনাতে!

অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভাল;

আন, সজল বিমল প্রেম ছল ছল নলিন নয়ন-পাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা, ভুলিনে ছলনাতে।

কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,

সুখ পায় তায় সে!

চির-কলিকা জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে!

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা, ভুলিনে ছলনাতে!

হাম্বীর—কাওয়ালি।

অমর। ওই কে গো হেসে চায়! চায় প্রাণের পানে!

গোপন হৃদয়-তলে, কি জানি কিসের ছলে

আলোক হানে!

এ প্রাণ নূতন ক'রে কে যেন দেখালে মোরে,

বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে!

এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণভরি বিকশিল,

তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল!

কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখী গান গাহে,

কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে!

মিশ্র রামকেলী—তাল ফেরতা।

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে!
যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে,
ঐ আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে।

সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হল কি, ওলো সখি!

প্রথমা। লাজ বাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে সরম টুটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব, কি শুধাব!

প্রথমা। লাজে মরি, কি মনে করে পাছে!

প্রমদা। যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে,
ওই আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে!

কালাংড়া—খেমটা।

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েছে দুজনে,
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া!

মিশ্র সুরট—একতালা।

সখীগণ। (অমরের প্রতি) ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!

অমর। আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর!
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর!

সখীগণ। ছি, ছি, ছি!
অমর। সখি, ক্ষতি কি!
(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,
কাহারো নয়নে লোর!
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর!

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়,
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়!

অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়!

সখীগণ। ছি, ছি, ছি!

অমর। সখি, ক্ষতি কি!
(এ ভবে) কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর!
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর!

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চলে আয়, চলে আয়!
ও কি কথা যে বলে সখি, কি চোখে যে চায়!
চলে আয়, চলে আয়!
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে, বল কে পারে তায়!
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয়, চলে আয়!

[প্রস্থান।

কালাংড়া—খেম্‌টা।

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েছে দুজনে,
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া!

চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হতে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া।
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!

পঞ্চম দৃশ্য।

কানন।

মিশ্র সিন্ধু একতালা।

অমর। দিবস রজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি!
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই,
কাননে ডাকিলে পাখী।

জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে ;
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপন-পাশে !
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে,
তাহারে আনিবে ডাকি !

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ।

বাহার— ফের্‌তা।

কুমার। সখি, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন !
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব !
সখী। দেয় যদি কাঁটা !
কুমার। তাও সহিব !
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন !

কুমার। যদি একবার চাও সখি মধুর নয়ানে,
ওই আঁখি-সুধাপানে,
চির জীবন মাতি রহিব!

সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে!

কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব!

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ!
সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ!
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ গীত গাহে,
যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ!

সিন্ধু—কাওয়ালি।

মায়াকুমারীগণ। নিমিষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না!

জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম বেদনা!

পিলু—আড়খেমটা।

অশোক। (প্রমদার প্রতি)
ওগো সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে!
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে, হের কারে যাচে!
অশোক। কি মধু কি সুধা কি সৌরভ,
কি রূপ রেখেছ লুকায়ে!
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে, কোন্ রবির আলোকে,
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে,
এ কাননে পথ না পায়!
সখীগণ। যারা এসেছে, তারা বসন্ত ফুরালে,
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে!

সরফর্দ্দা—কাওয়ালি।

প্রমদা। এ ত খেলা নয়, খেলা নয়!
এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি!

এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা' !
কে যেন সতত মোরে,
ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে !
যে কথা বলিতে চাহি,
তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি, সখি, এ প্রেমের ডালা !
যতনে গাঁথিয়ে শেষে, পরাতে পারিনে মালা !

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা।

প্রথম সখী। সে জন কে, সখি, বোঝা গেছে,
আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সঁপেছে !
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে !
প্রথমা। ওই যে তরুতলে, বিনোদ মালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে !
দ্বিতীয়া। সখি কি হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা কবে !

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?
ও কি মায়াগুণে মন লয়েছে!

দ্বিতীয়া। বিভোর আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
যেন কি পথ ভুলে এল কোথায়! (ও গো)

তৃতীয়া। যেন কি গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে!

মিশ্র ভৈরবী-একতালা।

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিব না এ জীবনে,
কি স্বপনে কি জাগরণে!
তুমি জান, বা, না জান,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে!
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে!

মিশ্র ভৈরোঁ--কাওয়ালি।

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!
প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!
দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখ গোপনে!

তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে!
সকলে। কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না!
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না!
প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়!
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে!

মিশ্র কানাড়া—ঢিমে তেতালা।

অমর। (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি।)
সকল হৃদয় দিয়ে ভাল বেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে, সখি!
সংসার বাহিরে থাকি
জানিনে কি ঘটে সংসারে!
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তারে পায় কি না পায়, (জানিনে)
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো,
অজানা হৃদয়-দ্বারে!
তোমার সকলি ভালবাসি,
ওই রূপ রাশি!
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি!

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে!

কেদার—খেম্‌টা।

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস, কি ভালবাস না!
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়-বসন্তে বিকচ যৌবন!
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!
সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা!
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা!
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও!
প্রথমা। জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে দাঁড়াও!
তৃতীয়া। দূর হতে কর পূজা হৃদয়-কমল-আসনা!

বেহাগ—কাওয়ালি।

অমর। তবে সুখে থাক, সুখে থাক, আমি যাই—যাই!
প্রমদা। সখি, ওরে ডাক, মিছে খেলায় কাজ নাই!
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখি,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!

অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়!
হেথাকার পথ জানিনে! ফিরে যাই!
যদি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই!
[প্রস্থান।

প্রমদা। সখি, ওরে ডাক ফিরে!
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই!

সখী। অধীরা হোয়ো না, সখি,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!
[প্রস্থান।

সিন্ধু - কাওয়ালি।

মায়াকুমারীগণ! নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'ল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন, মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গৃহ।

শান্তা। অমরের প্রবেশ।

কাফি—কাওয়ালি।

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা-সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!
(শান্তার প্রতি) এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা কর দান;
দাও প্রেম, দাও শান্তি. দাও নূতন জীবন!

আলাইয়া—আড়খেমটা।

মায়াকুমারী। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে!
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে!
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারনি ভাল,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে!

কুকব—কাওয়ালি।

শান্তা। দেখো, সখা, ভুল করে ভালবেস না!
আমি ভালবাসি বলে কাছে এস না!
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না!
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেসো না!

ললিত বসন্ত—কাওয়ালি।

অমর। ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে!
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয়—ভুল নয়!
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে!
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে,
এ ত ফুল নয়—ফুল নয়!
পাই যদি ভালবাসা, হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন!

ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখি,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত কূল নয়—কূল নয়!

(প্রমদার সখীগণের প্রবেশ)

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা।

সখীগণ। (দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে!
তবে ত ফুল বিকাশে!

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান, দাও [illegible] প্রাণ, নিশি দিন রহ পাশে!

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয়-রতন-আশে!

সকলে। ফিরে এস, ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে!
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম, শিশির-সলিলে ভাসে!

পূরবী—কাওয়ালি।

অমর। ঐ, কে আমায় ফিরে ডাকে!
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে!

কানাড়া -যৎ।

মায়াকুমারী। বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম বনে,
তারে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!

পুরবী—কাওয়ালি।

অমর। আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা!
কাহার মনের কথা মনেই থাকে!
আমি শুধু বুঝি সখি, সরল ভাষা,
সরল হৃদয় আর সরল ভালবাসা!
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে!

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। সে দিনো ত মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে।
দুটি সোহাগের বাণী, যদি হ'ত কানাকানী,
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

ভূপালী—কাওয়ালি।

শান্তা। (অমরের প্রতি)

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে!
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরাণ জ্বলে!
পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে!

বেহাগ—আড়াঠেকা।

অমর। আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে!
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে!
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে!
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি!
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে!

[প্রস্থান।

বিভাস—আড়াঠেকা।

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে!
ম্লান শশী অস্ত গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। চল্ সখি চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে!
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে!

[প্রস্থান।

কানাড়া—যৎ।

মায়াকুমারীগণ। মধুনিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর, যে গেছে চলে।
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চির দিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

সপ্তম দৃশ্য।

কানন।

অমর, শান্তা ও অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

মিশ্র বসন্ত—রূপক।

স্ত্রীগণ। এস এস বসন্ত ধরাতলে!
আন কুহুতান, প্রেমগান,
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ;
আন নবযৌবন-হিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে!

পুরুষগণ। এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল মালতী-বল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে, এস, এস!
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে!
এস জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে, এস, এস!

স্ত্রীগণ। এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এস মিলন-সুখালস নয়নে,
এস মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুম পাশে রচি দাও নবীন মিলন বাঁধন!

সাহানা—যৎ।

অমর। (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে!
কুহক লেখনী ছুটায়ে, কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরণ ছটাতে!
হের, পুরাণ প্রাচীন ধরণী, হয়েছে শ্যামল বরণী,
যেন, যৌবন-প্রবাহ ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে;
পুরাণ বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে!

মিশ্র মূলতান—কাওয়ালি।

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি!
পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে;—

স্ত্রীগণ। তারি মাঝে, মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি!

আন আন ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে!

পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,

স্ত্রীগণ। চির দিন হেরিব হে—

মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি!

(প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ)

বেহাগ—কাওয়ালি।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!

এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। (প্রমদার প্রতি) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে,

আধ-নিমীলিত নলিন-নয়নে,

যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে

আপনি রয়েছ লীন!

পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,

তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,

ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া

ফিরিতেছে সারাদিন!

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!

এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে,
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছে এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি!

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি!

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

মিশ্র—ঝিঝিট।

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশী বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়!
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সে ত আসিতে না চায়!
সুখে আছে যারা. সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,

দুখিনী নারীর নয়নের নীর,
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়!
তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বোঝে না,
তারা ফিরেও না চায়!

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

শান্তা। আমি ত বুঝেছি সব, যে বোঝে না বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে!
আপনি বিরহ গড়ি, আপনি রয়েছ পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয়-সরোজে!
আমি কেন মাঝে থেকে, দুজনাবে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি ম'জে!

গৌড় সারং—যৎ।

অশোক। (প্রমদার প্রতি) এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে।
ভাল যারে বাস, তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ন-নীরে!

সোহিনী—খেম্‌টা।

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ, হাস, হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!

পুরুষ। কত দুখে কত দূরে, আঁধার সাগর ঘুরে,
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে!
মিলন দেখিবে বলে, ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে!

সকলে। চাঁদ, হাস, হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রমদা। আর কেন, আর কেন,
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ!
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন্ এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে,
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে!

প্রমদা। এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল, সুখে থাক অনুক্ষণ!

মিশ্রখট—ঝাঁপতাল।

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়ন-জলে,
এ মলিন মালা কে লইবে!

ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়-তলে,
এ চির বিষাদ কে বহিবে!
সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান,
এখন্ এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে,
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

রামকেলি—কাওয়ালি।

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব!
আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব!
ভুল-ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।
[উভয়ের প্রস্থান।

টোড়ি—ঝাঁপতাল।

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়!
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়!
নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলি নে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে!

সখীগণ। সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না!
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল,
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না!
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না!

[প্রস্থান।

মায়াকুমারীগণ।

মিশ্র বিভাস—একতালা।

সকলে। এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়!

দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা!

তৃতীয়া। এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়!

সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান,

প্রথমা। তাই এত হায় হায়!

দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়!

সকলে। সখি চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল!

প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল!

সকলে। সখি চল!

প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান, হয়ে গেল অবসান!

দ্বিতীয়া। এখন্ কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল!

সমাপ্ত।

বাল্মীকি-প্রতিভা।

প্রথম দৃশ্য। অরণ্য। বনদেবীগণ।

সিন্ধু কাফি।

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ!
সাধের অরণ্য হ'ল শ্মশান!

দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান!

আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান!

শ্যামল তৃণদল, শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষাণ!

দেবি দুর্গে চাহ, ত্রাহি এ বনে,
রাখ অধিনী জনে, কর শান্তি দান!

[প্রস্থান।

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

মিশ্র সিন্ধু।

আঃ, বেঁচেছি এখন !
শর্ম্মা ও দিকে আর নন !
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন !
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাব্‌তে লাগে দাঁত-কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন !
আসুক্ তারা আসুক্ আগে, ছুনোছুনি নেব ভাগে,
ম্যাস্তামিতে আমার কাছে দেখ্‌ব কে কেমন !
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট্-করা ধন নেব লুটে,
শুধু ছুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম !

(লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

মিশ্র ঝিঁঝিট।

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার !
করেছি ছারখার !
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার !

কাফি।

১ম দস্যু।—আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ,
এ সব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ।

২য় দস্যু।—কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা)।

১ম।—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি তামাসা!
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্‌দার রে খবর্‌দার!

২য়।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব ক'র্‌বে নস্য, এম্‌নি যে আকার!

৩য়।—এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ!—

১ম।—আর যে এ সব সহে না প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,
কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল?

সকলে।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব ক'রবে নস্য, এম্‌নি যে আকার!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

খাম্বাজ।

সকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে!

কে বা রাজা কার রাজ্য, মোরা কি জানি?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!
রাজা প্রজা উঁচু নীচু, কিছু না গণি!
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়!

পিলু।

১ম দস্যু।– এখন কর্ব্ব' কি বল্?
সকলে।–(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ব্ব' কি বল্?
১ম দস্যু।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল!
সকলে।—বল্ রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি বল্?
১ম দস্যু।—পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
ক'রে দিই রসাতল!
সকলে।—ক'রে দিই রসাতল!
সকলে।–হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল,
বল্ রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি বল্?

ঝিঁঝিট।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে,

ত্বরা করি যা' তবে, সবে মিলি যা' তোরা,
বলি নিয়ে আয়!

[বাল্মীকির প্রস্থান।

রাগিণী বেলাবতী।

সকলে।—ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়!

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক্!
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্!

১ম দস্যু।—আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ!

ঝংলা ভূপালি।

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী বলো রে আজ,
বল হো, হো, হো, বল হো, হো, হো, বল হো!

নামের জোরে সাধিব কাজ,
বল হো, হো, বল হো, বল হো!
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসেরে;
হাহা হাহাহা হাহাহা!

আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়!

(গমনোদ্যম —একটি বালিকার প্রবেশ)

মিশ্র মল্লার।

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে!
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,
সারা দিবস বন ভ্রমণে!
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

দেশ।

বালিকা।—এ কি এ ঘোর বন!—এনু কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না!
কি করি এ আঁধার রাতে!
কি হবে হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়!

পিলু।

১ম দস্যু।—(বালিকার প্রতি)—
পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখ্‌তে চাস্?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, সুখে থাকৃবি বার মাস্!
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ!
২য়।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই!
কেমন সে ঠাঁই?
১ম।—মন্দ নহে বড়,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়!
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ!

৩য়।—আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তা' হলে রাস্তা ভুলে ঘুর্‌তে নাহি হবে!

সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ!

[সকলের প্রস্থান।

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র ঝিঁঝিট।

মরি ও কাহাব বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়!
আহা ঐ করুণ চোখে ও কাব পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি-জলে ভাসে, এ কি দশা হায়!
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে,
কে ওরে বাঁচায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যে কালী-প্রতিমা।

বাল্মীকি স্তবে আসীন।

বাগেশ্রী।

রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।

সুরনর থরহর'—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা!
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
ছুটাও শোণিত-স্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহ জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা!

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি।

দস্যুগণ।—দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা!
বড় সরেস, পেয়েছি বলি সবেস,
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা, জালে না পড়ে ধরা!
দেরী কেন ঠাকুর, সেবে ফেল' ত্বরা!

কানাড়া।

বাল্মীকি।—নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা' ত্বরায়!
লোল জিহ্বা লক্‌লকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্‌দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়!

ঝিঁঝিট।

বালিকা।—

কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,—
রাখ রাখ রাখ, বাঁচাও আমায়!
দয়া কর অনাথারে, কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায়!

বনদেবী।—(নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে, দয়া কর গো,
বন্ধনে কাতর তনু জর্জ্জর ব্যথায়!

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি।—এ কেমন হ'ল মন আমার!
কি ভাব এ যে, কিছুই বুঝিতে যে পারিনে!
পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেনরে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল!
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

পরজ।

১ম দস্যু।—আবে, কি এত ভাবনা, কিছু ত বুঝি না!
২য় দস্যু।—সময় ব'হে যায় যে!
৩য় দস্যু।--কখন্ এনেছি মোরা, এখনো ত হ'ল না!
৪র্থ দস্যু।—এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে!
বাল্মীকি।—না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে, যা' রে যা'।
১ম দস্যু।—অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?
২য় দস্যু।—এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে!

দেওগিরি।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলেদে দে!
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর এখনি রে!

(যথাদিষ্ট কৃত)

তৃতীয় দৃশ্য। অরণ্য। বাল্মীকি।

খাম্বাজ।

বাল্মীকি।—ব্যাকুল হয়ে বনে বনে,
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে!

কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে !

[প্রস্থান

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র বাগেশ্রী ।

ছাড়্‌ব না ভাই, ছাড়্‌ব না ভাই,
এমন শিকার ছাড়্‌ব না !
হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে !—
অম্নি যেতে দেবে কে রে !
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না !
আজ রাতে ধূম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পূজো দেব—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মানব না !

কানাড়া ।

প্রথম দস্যু ।—
রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ !
তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ !

যত সব কুঁড়ে, আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে!
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর তোরা সব যে যার কাজ!

খাম্বাজ।

দ্বিতীয় দস্যু।—
আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা!
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ!
প্রথম।—জানিস্ না কেটা আমি!
দ্বিতীয়।—ঢের্ ঢের্ জানি—ঢের্ ঢের্ জানি—
প্রথম।—হাসিস্‌নে হাসিস্‌নে মিছে যা যা—
সব আপনা কাজে যা যা,
যা আপন কাজে!
দ্বিতীয়।—খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে!

মিশ্র সিন্ধু।

তৃতীয়।—আঃ, কাজ কি গোলমালে,
না হয় রাজাই সাজালে!
মর্‌বার বেলায় মর্‌বে ওটাই, থাক্‌ব ফাঁকতালে!

প্রথম।—রাম রাম, হরি হরি, ওরা থাকৃতে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখ্‌লে বাবা ঢুকৃব আড়ালে!
সকলে।—ওরে চল্‌ তবে শীগ্‌গিরি,
আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি!
কথায় কথায় রাত পোহালো, এম্‌নি কাজের ছিরি!
[প্রস্থান।

গারা ভৈরবী।

বালিকা। হা কি দশা হ'ল আমার!
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহূর্ত্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে,
জনমের মত বিদায়!

(পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ
ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য)

ভাটিয়ারি।

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী!
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী!
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ' মা, সন্তানের মিনতি!
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ।

বাল্মীকি।—অহো আস্পর্দ্ধা এ কি তোদের নরাধম!
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর না রে–
দূর্ দূর্ দূর্, আমারে আর ছুঁস্‌নে!
এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

প্রথম।— দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজা!
এরাই ত যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না!
কি করি, দেখ বিচারি!

দ্বিতীয়।— বাঃ—এও ত বড় মজা, বাহবা!
যত কুয়ের গোড়া ওই ত, আরে বল্ না রে!

প্রথম।— দূর্ দূর্ দূর্, নিলজ্জ আর বকিস্‌নে!

বাল্মীকি।—তফাতে সব সরে যা! এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু!

[দস্যুগণের প্রস্থান।

ভৈরবী।

বাল্মীকি। আয় মা আমার সাথে, কোন ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার!
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি!
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য। বনদেবীগণের প্রবেশ।

মল্লার।

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে!
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!

[প্রস্থান।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ।

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা, বনে বনে ছুটিয়ে —
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে,
কেমনে যাবে বেদনা!
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!

(শৃঙ্গধ্বনি পূর্ব্বক দস্যুগণের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ।

সুরট।

দস্যু।— কেন রাজা ডাকিস্ কেন, এসেছি সবে!
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে!
বাল্মীকি।—শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে!
প্রথম।—ওরে, রাজা কি বল্‌চে, শোন্!
সকলে। শিকারে চল্ তবে!
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে!
[বাল্মীকির প্রস্থান।

ইমন কল্যাণ।

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যায় যে!
ধনুর্ব্বাণ বল্লম লয়ে হাতে, আয় আয় আয় আয়!
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে, হো হো হো হো!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাহার।

বাল্মীকি।— গহনে গহনে যারে তোরা, নিশি বহে যায় যে!
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী, বরাহ খোঁজ্‌গে,
এই বেলা যা রে!
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নে রে হাতে, চল্‌ ত্বরা চল্‌!
জ্বালায়ে মশাল আলো, এই বেলা আয় রে!
[প্রস্থান।

অহং।

প্রথম।—চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই!

দ্বিতীয়।—প্রাণ পণ খোঁজ এ বন সে বন,
চল্ মোরা ক'জন ওদিকে যাই।

প্রথম।—নানা ভাই, কাজ নাই,
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই!

দ্বিতীয়।—বরা' বরা'—

প্রথম।—আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক্ হয়ে সব থাক্,
সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,
গেল গেল, ঐ ঐ, পালায় পালায়, চল্ চল্!
ছোট্ রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই!

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র মোল্লার।

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে!
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,
বিমল সরোবর মন্থিয়া;

ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে,
সঘনে খর শর সন্ধিয়া!
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি কাঁদিছে!
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া!

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

দেশ।

প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে কর্‌বি এখন কি!
ওরে বরা' কর্‌বি এখন কি!
বাবারে, আমি চুপ ক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি!
এই মরদের মুরদ্‌খানা, দেখেও কি রে ভড়্‌কালি না,
বাহবা সাবাস্‌ তোরে, সাবাস্‌ রে তোর ভরসা দেখি!

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর এক জন
দস্যুর প্রবেশ।)

গৌরী।

অন্ত দস্যু।—বল্‌ব কি আর বল্‌ব খুড়ো—উঁ উঁ!
আমার যা হয়েছে, বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ!

প্রথম।— তখন যে ভারি ছিল জারি জুরি,
এখন কেন কর্‌ছ বাপু উঁউঁউঁ—
কোন্ খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ!

(দস্যুগণের প্রবেশ)

শঙ্করা।

দস্যুগণ।— সর্দ্দার মশায় দেরী না সয়,
তোমার আশায় সবাই ব'সে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহী কোমর বাঁধ ক'সে!
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,
আমরা মর্‌ব খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে!

প্রথম।— কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার কর্ত্তে যায় কে মর্ত্তে,
ঢুসিয়ে দেবে বরা' মোষে!
টুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে!

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ)

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ।

বাহার।

বাল্মীকি।—রাখ্‌ রাখ্‌ ফেল ধনু, ছাড়িস্‌নে বাণ!
হরিণ শাবক দুটি, প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান!
কোন দোষ করেনি ত, সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!
থাক্‌ থাক্‌ ওরে থাক্‌, এ দারুণ খেলা রাখ্‌
আজ হতে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ!

[প্রস্থান।

(দস্যুগণের প্রবেশ)

নটনারায়ণ।

দস্যুগণ।— আর না আর না, এখানে আর না,
আয় রে সকলে চলিয়া যাই!
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

দস্যুগণ।–তোর দশা, রাজা, ভাল ত নয়!
রক্তপাতে পাস্ রে ভয়,
লাজে মোরা ম'রে যাই!
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই!

[দস্যুগণের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হাম্বির।

বাল্মীকি।—জীবনের কিছু হ'ল না, হায়!—
হ'ল না গো হ'ল না হায়, হায়!
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে!
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর!
কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন, দিবস রজনী চলিয়া যায়—
দিবস রজনী চলিয়া যায়—
কত কি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কি করিব জানি না গো!
সহচর ছিল যারা, ত্যেজিয়া গেল তারা; ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেছি,
কোন আর নাহি কাজ—
কি করি কি করি বলি, হাহা করি ভ্রমি গো,—
কি করিব জানি না যে!

(ব্যাধগণের প্রবেশ)

মিশ্র পূরবী।

প্রথম।—দেখ্ দেখ্, দুটো পাখী বসেছে গাছে।
দ্বিতীয়।—আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে

প্রথম।—আরে ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।

দ্বিতীয়।—রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান!

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি। থাম্ থাম্, কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ!
ছুটিতে র'য়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।

১ম ব্যাধ। রাখ' মিছে ওসব কথা,
কাছে মোদের এস না ক হেথা.
চাইনে ওসব শাস্তর কথা, সময় ব'হে যায় যে।

বাল্মীকি।—শোন শোন মিছে রোষ কোর না!

ব্যাধ।— থাম থাম ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ!

(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ)

বাল্মীকি।—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।

বাহার।

কি বলিনু আমি!—এ কি সুললিত বাণীরে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি, প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!

পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কি !-- হৃদয়ে এ কি এ দেখি !—
ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কি জ্যোতি ভায়,
অবাক্ !--করুণা এ কার !

(সরস্বতীর আবির্ভাব)

ভূপালী।

বাল্মীকি।—এ কি এ, এ কি এ, স্থির চপলা !
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উজলা !
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে,
কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল পুতলা !

[ব্যাধগণের প্রস্থান।

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

বনদেবী।—নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে,
পুণ্য হ'ল বনভূমি, ধন্য হ'ল প্রাণ !
বাল্মীকি।—পূর্ণ হ'ল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্য হ'ল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ !

বনদেবী।—কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে,
হৃদয়-কমলে চরণ-কমল কর দান!

বাল্মীকি।—তব কমল-পরিমলে, রাখ হৃদি ভরিয়ে,
চিরদিবস করিব তব চরণ-সুধা পান!

[দেবীগণের অন্তর্ধান।

(বাল্মীকি কালী-প্রতিমার প্রতি)

রামপ্রসাদী সুর।

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!
এত দিন কি ছল ক'রে তুই, পাষাণ ক'রে রেখেছিলি,
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন-জলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছলেছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা!
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার, মায়ের কোলে চলেছি মা!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

টোড়ী।

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে?
সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার,

সবে গেছে চ'লে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে ?

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

সিন্ধু।

লক্ষ্মী।—কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল দুনয়নে
কিসের দুখে ?
কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক্ তবে হাসি
মলিন মুখে !
কমলা যারে চায়, বল সে কি না পায়, দুঃখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে,
ত্যেজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে
হের গো চোখে !

টোড়ী।

বাল্মীকি।—কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা !
তুমি ত নহো সে দেবী, কমলাসনা—
কোরো না আমারে ছলনা !
কি এনেছ ধন মান ! তাহা যে চাহে না প্রাণ ;

দেবি গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না!
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এস না এস না,
এস না এ দীনজন কুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না!
[লক্ষ্মীর অন্তর্ধান, বাল্মীকির প্রস্থান।

বনদেবীগণের প্রবেশ।

ভৈরোঁ।

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী!
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি!
স্বপন সম মিলাবে যদি, কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরমবেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে, হের, কাননে কাননে ওই!

(বনদেবীগণের প্রস্থান। বাল্মীকির প্রবেশ)

সরস্বতীর আবির্ভাব।

বাহার।

বাল্মীকি।—এই যে হেরি গো দেবী আমারি!
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি!
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে;
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে!
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবি,
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কি এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী;
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ, গীত গাহে, মোর হৃদয় সব অবারি!
তুমিই কি দেবি ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
ঊষা আনিলে প্রাণের আঁধারে;
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে!

তুমি ধন্য গো,
রব' চিরকাল চরণ ধরি তোমারি !

সরস্বতী। –দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্ !
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গ'লে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারি দিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে !
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া !

মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর !
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই সে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার !

সমাপ্ত

জাতীয়-সংগীত।

বেহাগ।

আগে চল্, আগে চল্, ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে ম'রে কি বা ফল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই!
প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজিপুঁথি ধরে'
সময় কোথা পাবি, বল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই!

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,

চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই!

দেখ যাত্রী যায়, জয় গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দ স্বরে, কে রয়েছে ঘরে,
কোণে করে দলাদলি!
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড়্ মিছে ছল্, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই!

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে!
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—

মিছে নয়নের জল, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই!

চির দিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ-পাশে,
যারা চলে যায়, কৃপা চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে!
ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পা'র, চেয়ে দেখ তবে,
ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই!

সিন্ধু।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি, সে ও ভাল, সহি পদে পদে অপমান!
আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী, ধরা করি সরা জ্ঞান!
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভা'য়ে ভা'য়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে, তার বেলা প্রাণপণ!

আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি, রাখিবার নাহি স্থান।
(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান!
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান!
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক পসরা, যেও না পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধরে' মান ভিক্ষা করা, সকল ভিক্ষার ছার!
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর দান!

রাগিণী প্রভাতী।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে, ডুবে রসাতলে,
কে তারে উদ্ধার করিবে!

চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে!

তুমি চাও, পিতা, ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়ো না বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে!

দেখে চেয়ে তব সহস্র সন্তান,
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না!

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না!

তুমি চাও, পিতা, তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,

ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও,
নহিলে এ দেশ থাকে না।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্যভবনে,
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে,
কি প্রতিভা-জ্যোতি জ্বলিত!

ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত!

আজি কি হয়েছে, চাও পিতা, চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান,
যদিও হয়েছি পতিত!

হাম্বির—তাল ফের্‌তা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া,
বল, উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।

দেখ, তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে ; বিহগকলকূজনে।
হের, আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয় অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চল যাই কাজে, মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে !
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়।
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায় !
ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে !

কাফি।

কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে !
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে !

এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না,
 মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে !
তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারি,
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী ;
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না,
 মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে !
মনের বেদনা রাখ মা, মনে,
নয়ন-বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুকাও মা, ধূলিশয়নে,
 ভুলে থাক যত হীন সন্তানে !
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ, কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
 নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে !

সিন্ধু—কাওয়ালি।

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
 শুধু মিছে কথা, ছলনা !

এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম বেদনা !
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

ভৈরবী—রূপক।

কে এসে যায় ফিরে ফিরে,
আকুল নয়নের নীরে ?

কে বৃথা আশাভরে,
চাহিছে মুখপরে ?
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধাময়ী বাণী,
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়,
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে !

ক্ষনেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,--
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন ?
সে স্নেহ-উপহার,
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে!

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে!

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক্ সুখে হাসিবে!

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে!

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে!

সেথায় বিরাজে দেব-অশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে!

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে!
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
গভীর স্বরে উদাস করে,
আর কে কারে ধ'রে রাখে!

যেথায় থাকি যে যেথানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে !

মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে,
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে !

কত দিনের সাধন ফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে !

হাম্বির—একতালা।

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে !

অর্ঘ্য ভরিয়া আনি,
ধর গো পূজার থালি,
রতন-প্রদীপ খানি,
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল-ডালি,
মা'র আহ্বান বাণী
রটাও ভুবন মাঝে !
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !

আজি প্রসন্ন পবনে,
নবীন জীবন ছুটিছে !
আজি প্রফুল্ল কুসুমে,
তব সুগন্ধ ছুটিছে।
আজি উজ্জ্বল ভালে,
তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত-তালে,
গাও গম্ভীর গাথা,

পর মাল্য কপালে,
নব পল্লব গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে,
সাজ সাজ নব সাজে '
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে!

ভৈরবী।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী!
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরিটিনী!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী!

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী !

নববর্ষের গান।

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান !—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান !
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনেব ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ !
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে !
যা আছে মোদের, এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।

সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন,
চরণের ধূলা লুটে !
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে !

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয় !
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয় !
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন,
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব,
তোমার উত্তরীয় !
:
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব !

দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব!

সুরট—চৌতাল।

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু,
তব শুভ আশীর্ব্বাদ.
তোমার অভয়,
তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা!
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম-আলো,
সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে,
রাখ তারে অরণ্যে তোমারি পথে।

বক্ষে বাঁধি দাও তার,
বর্ম্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয়,
নিষ্ঠা তবুও রয়,
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে!

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা;
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা!
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা!
নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা!

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর,
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র!
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র!
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র!

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা!
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা!
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা!

পরের বুলিতে, তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !

সে সকল লাজ, তেয়াগিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা !
তব পদতলে, বসিয়া বিরলে,
শিখিব তোমার শিক্ষা !
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া,
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা !

বাউল।

সার্থক জন্ম।

ভৈরবী।

সার্থক জনম আমার,
জন্মেছি এই দেশে ;
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেবে চাঁদ
এমন হাসি হেসে !
আঁখি মেলে তোমার আলো,
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে।

পথের গান।

রামকেলী—একতালা।

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বল্‌ব, "জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ—"
(তোদের) মা ডেকেছে, কব বারে বারে।
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর,
উঠ্‌বে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
(মোদের) হৃদয় যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে,
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে,
তোমার) সন্তানেরি দান ভারে ভারে!

সোনার বাংলা।

বাউলের সুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত, (মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥
তোমার এই খেলাঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে,
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায় হায় রে)—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ও মা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলো, সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে!
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণ-তলে, (মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি ॥

দেশের মাটি।

(বাউলের সুর)

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা!
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা!
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা—
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে;
তোমার 'পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা!

অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কি বা তোমায়
দিয়েছি মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা!

দ্বিধা।

বেহাগ—একতালা।

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে, ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে, ভাই!
একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক্‌ বারেক ও দিক্‌
এ খেলা আর খেলিস্‌নে, ভাই!

মেলে কি না মেলে রতন,
কর্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে, ভাই!
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা,
তখন আঁখি মেলিস্‌নে, ভাই!

অভয়।

ভূপালি—একতালা।

আমি ভয় কর্‌ব না, ভয় কর্‌ব না।
দু বেলা মরার আগে,
মর্‌ব না, ভাই, মর্‌ব না!
তরিখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে;
তাই বলে, হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধর্‌ব না।

শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের 'পরে পড়্‌ব না।
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে ;
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে.
বিপদ্‌ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সর্‌ব না !

হবেই হবে।

(বাউলের সুর)

নিশিদিন ভরসা রাখিস্‌.
ওরে মন হবেই হবে !
যদি পণ করে' থাকিস্‌,
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে !
পাষাণ সমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন.

তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে!
সময় হলো, সময় হলো,
যে যার আপন বোঝা তোলো;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্,
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে!
ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে,
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে;
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।
ওরে মন হবেই হবে!

বান।

(সারি গানের সুর)

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।

ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি;

তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।

দিনে দিনে বাড়্ল দেনা,
ও ভাই, করলি নে বেচা কেনা,
হাতে নাইরে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেলরে,
মুখ দেখাবি কেমন করে,—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি !

একা।

(বাউলের সুর)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে !
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে !
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,
একলা বল রে!

যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা,
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দল রে!

যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে,
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে!

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে!
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে!

মাতৃমূর্ত্তি।

বিভাস—একতালা।

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন্ আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন বরণ!

ওগো মা—
তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে,
রৌদ্র-বসনী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
যখন অনাদরে চাইনি মুখে,
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা!
আছে ভাঙাঘরে একলা পড়ে,
দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা!
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি!
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল,
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি!

ওগো মা—
তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে!
আজি দুঃখের রাতে, সুখের স্রোতে,
ভাসাও ধরণী!
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে,
হৃদয়-হরণী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!

বাউল।

(১)

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা!
আমি তোমার চরণ কর্‌ব শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌ব না, মা!
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতন রাশি,

জানি গো তোর মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়্‌ব না, মা!
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা!
মানের আশে দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক্‌ ঘুরে,
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা—
ভুল্‌তে সে যে পার্‌ব না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা!
ধনে মানে লোকের টানে,
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ওমা, ভয় যে জাগে শিযর বাগে,
কারো কাছেই হার্‌ব না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা!

(২)

যে তোরে পাগল বলে,
তারে তুই বলিস্‌নে কিছু!
আজ্‌কে তোরে কেমন ভেবে,
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে;
কাল সে প্রাতে, মালা হাতে,
আস্‌বে রে তোর পিছু পিছু!

আজ্‌কে আপন মানের ভরে,
থাক্ সে বসে গদির পরে ;
কাল্‌কে প্রেমে, আস্‌বে নেমে,
কর্‌বে সে তার মাথা নীচু !

(৩)

ওরে তোরা
নেই বা কথা বল্লি !
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যি খানে,
নেই জাগালি পল্লী !
মরিস্ মিথ্যে বকে ঝকে,
দেখে কেবল হাসে লোকে,
না হয়, নিয়ে আপন মনের আগুন,
মনে মনেই জ্বল্লি—
নেই জাগালি পল্লী !

অন্তরে তোর আছে কি যে,
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয়, বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে,
চুপেচাপেই চল্লি—
নেই জাগালি পল্লী !

কাজ থাকে ত কর্‌গে না কাজ,
লাজ থাকে ত ঘুচাগে লাজ,
ওরে, কে যে তোরে কি বলেছে,
নেই বা তাতে টল্লি—
নেই জাগালি পল্লী !

(৪)

যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না !
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা।
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো,
সবায় কর্‌বি কানা !
যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস্ ভারী বোঝা আপন,
তবে তুই সইতে কভু পারিবিনেরে
বিষম পথের টানা !

যদি তোর আপন হতে অকারণে,
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল তর্ক করে সকল কথা
কর্ব্বি নানা খানা!

(৫)

আপনি অবশ হলি, তবে
বল দিবি তুই কারে!
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ না রে!
করিস্‌নে লাজ, করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই করেনে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি যারে!
বাহির যদি হলি পথে,
ফিরিস্‌নে আর কোনো মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে!
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,

অভয় চরণ শরণ করে,
বাহির হয়ে যা'রে!

(৬)

জোনাকি,
কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ!
এই আঁধার সাঁজে, বনের মাঝে,
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ!
তুমি নও ত সূর্য্য, নও ত চন্দ্র,
তাই বলেই কি কম আনন্দ!
তুমি আপন জীবন পূর্ণকরে
আপন আলো জ্বেলেছ!
তোমার যা আছে, তা তোমার আছে,
তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে,
তারি আদেশ পেলেছ!
তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,
তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোট,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন করে ফেলেছ!

মাতৃগৃহ।

(বাউলের সুর)

মা কি তুই পরের দ্বারে,
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে !
করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু,
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি করে, ফিরব ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে !
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি,
চরণে তোর দেব মেলে !
নেব গো মেগে পেতে,
যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—

আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে!

প্রয়াস।

(বাউল)

তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!
তোর আশালতা পড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয় ত রে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!

আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয় ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!

শুনে তোমার মুখের বাণী,
আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,

তবু হয় ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!

বন্ধ দুয়ার দেখ্‌বি বলে,
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে,
হয় ত দুয়ার টল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!

বিলাপ।

(বাউলের সুর)

ছিছি, চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি!
এবার কঠিন হয়ে থাক্ না ওরে
বক্ষ দুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষ দুয়ার আঁটি!

পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে,
দিস্‌নেরে ভাই, পথেই ঢেলে,
মিথ্যে অকাজে!

ওরে নিয়ে তারে, চল্‌বি পারে,
কতই বাধা কাটি —
পথের কতই বাধা কাটি !

দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা,
ঘরে পরে হাস্‌বে যারা,
তারা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্‌,
যায় না কি বুক ফাটি—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি !

দিনের বেলায় জগৎ মাঝে,
সবাই যখন চল্‌ছে কাজে,
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে,
করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি—
কেবল করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি।

বাউল।

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে—ওরে ভাই !

যা তোমার আছে মনে,
সাধো তাই পরাণ পণে,
শুধু তাই দশ জনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই!

একই পথ আছে ওরে,
চল সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই!

থাক না আপন কাজে,
যা খুসি বলুক না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই!

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামি!
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।
সংসার সুখ করেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী!
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে,
আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা,
তব শুভ আশিস্ আসিছে নামি!

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে!
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে!
রবি শশী গ্রহ তারা, হয় না ক দিশেহারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে!
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই!

ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন, জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে!

রাগিণী আসাবরী—তাল কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ,
আমার বাসনা তবু পূরিল না!
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না—
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না!
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর,
শ্যামশোভা ধরণী!
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব না ফিরিব না!

রাগিণী ধুন—তাল ঠুংরি।

অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ!
তুমি করুণামৃতসিন্ধু কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম,
প্রেম-সলিল-ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।

যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হতে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ' রাখ'!
তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধাসাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে!
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায় হেরিনি প্রেম-বয়ান,—
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ!

মারু কেদারা—চৌতাল।

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে, বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায়—তুমি কোথায়!
হায় সকলি অন্ধকার—চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত,
তোমার প্রকাশ হৃদয় মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম-আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে!

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আইল আজি প্রাণসখা, দেখ রে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল!
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল!

কাফি—চৌতাল।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি!
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে!
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে!
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে!

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে,

পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে ডাকি সবারে, ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল!

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ প্রভাত-কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে,
ধরণী লুঠিছে তাঁহারি চরণে!
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা,
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে!
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে,
কি ভয় কি ভয় দুখ তাপ মরণে!

রাগিণী বাহার—তাল তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে!
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে
আনন্দে হে!
জলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে গগন উৎসব-
প্রাঙ্গণে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে!

তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে!"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে,
ঐ ভবশরণ প্রভু, অভয়পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে!

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফের্‌তা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে,
অমৃত-সদনে চল যাই—
চল চল চল ভাই!

না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে,
আনন্দের নিকেতনে,—
চল চল চল ভাই!

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল,—
চল চল চল ভাই!

দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান,—
বল সবে, জয় জয়!

বেলাবলী—চৌতাল।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়!
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন,
মধুর বিহগকলধ্বনি।
কোথা হতে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে!
অতি আশ্চর্য্য, দেখ সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে,
অসীম জগতস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন!
ধন্য এই মানব-জীবন, ধন্য বিশ্ব-জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য!

রাগিণী মালকোষ—তাল কাওয়ালি।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে!
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে!
বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ-নিমগন কি কারণে?

চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে!

রাগিণী হাম্বির—তাল চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার,
তুমি সদা নিকটে আছ বলে!
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা,
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা!
বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে!
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন!

রাগিণী মহীশূরী ভজন—তাল একতালা।

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর!
মহিমা তব উদ্ভাসিত
মহাগগন মাঝে।

বিশ্বজগত মণিভূষণ
বেষ্টিত চরণে !
গ্রহতারক চন্দ্রতপন
ব্যাকুল দ্রুতবেগে,
করিছে পান, করিছে স্নান,
অক্ষয় কিরণে !
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর
মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ
সুন্দর বরণে !
বহে জীবন রজনী দিন,
চিরনূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম
জনমে মরণে !
স্নেহ প্রেম দয়াভক্তি
কোমল করে প্রাণ ;
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ
সন্তাপ হরণে !
জগতে তব কি মহোৎসব,
বন্দন করে বিশ্ব,

শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ
নির্ভয় শরণে!

রাগিণী ভৈঁরো—তাল ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা!
আমারেও দেহ, নাথ, অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে,
শুন গো আমারো এই মরম-বেদনা!

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে
পারিনি তোমারে নাথ!
আমার লাজভয়, আমার মান অপমান,
সুখ দুখ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত,

তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে, মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ,
তাহে কেঁদে মরি, তাহে ভেবে মরি!
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই—
কেন তা দিতে পারি না!
আমার জগতের সব তোমারে দেব,
দিয়ে তোমায় নেব বাসনা!

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে, পথ দেখায় বলে,
পদে পদে পথ ভুলি হে!
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে!
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ;
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে!
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি,
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,

ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি,
পাইনে চরণ-ধূলি হে!
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে,
চরণেতে লহ তুলি হে!

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয়-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে!
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে!
(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে,
(তারা) চরণ-কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে!
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
(সখা,) ঐ খেনেতে থাক তুমি যেয়ো না চলে,
(আজি) হৃদয়-সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে!

কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে,
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে!
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়ো না—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে!

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে,
কত বাধা পায় পায় হে!

চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা,
শত বাঁধনে জড়ায় হে,—
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো,
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে!

দাও ভেঙ্গে দাও, এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে—
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত,
বেলা বহে তত যায় হে।

হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,—
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে,
সে জল দাও মুছায়ে হে!

শূন্য করে দাও হৃদয় আমার,
আসন পাত' সেথায় হে,
তুমি এস এস, নাথ হ'য়ে বস,
ভুলো না আর আমায় হে।

রাগিণী রামকিরি—তাল ঝাঁপতাল।

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ নাথ হে, তব করুণা-ঋণ!
তব স্নেহ শত ধারে, ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন।
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে,
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন!

রাগিণী খট্—তাল একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল, জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।
জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া,
হেরিছে হৃদয়নাথেরে, আপন হৃদয়-আলোকে!
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি, পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশদিক্ ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে, জাগিছে বালিকা বালকে!
জগৎ যে দিকে চাহিছে, সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে!

রাগিণী ইমন্ ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি!

বল হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার ?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ !

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল,
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায় !
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায় !
বরণ বরণ পুষ্পরাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায় !

রাগিণী পূর্ণ ষড়জ—তাল একতালা।

(এ কি) লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ প্রাণেশ হে,
আনন্দ বসন্ত সমাগমে !
বিকশিত প্রীতি-কুসুম হে,

পুলকিত চিত-কাননে !
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ-গীত উচ্ছ্বসিত হে,
কিরণ-মগন গগনে !

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর,
সব শূন্যময় !
চারি দিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয় !
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি--
হৃদয়ের চির আশ্রয় !

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায় !
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান,
কোন্ সুধা করে পান !
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায় !

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে:
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে,
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায় রে!

রাগিণী ইমন্—তাল আড়াঠেকা।

এ মোহ-আবরণ খুলে দাও দাও হে!
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে!

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা কেবলি খেলা!
মানবজীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা!
তোমারে নহিলে আর, ঘুচিবে না হাহাকার,
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ, কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশী, বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দিশিদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে, কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরি গো কিসের লাগি, এ অসীম মহামেলা!

রাগিণী আনন্দভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

এস হে গৃহদেবতা!
এ ভবন পুণ্য-প্রভাবে কর পবিত্র!
বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি,
দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র!

শিখাও করিতে ক্ষমা, করহে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত!

দেখাও রজনীদিবা, বিমল বিভা,
বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা কিরণে -
কর গৃহ সুন্দর রম্য-বিচিত্র!

সবে কর প্রেমদান, পূরিয়া প্রাণ,
ভুলায়ে রাখ সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈরী হবে দূর—
তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র!

রাগিণী হাম্বির—তাল চৌতাল।

এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে!
এস হে মাঝে এস, কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে,
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

ঐ পোহাইল তিমির রাতি;
পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা!
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে,
করি প্রচার সুখ-বারতা—
তুমি চির সাথের সাথী!

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

ওঠ ওঠরে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে!
মেল আঁখি, জাগো জাগো, থেক না রে অচেতন!
সকলেই তাঁর কাজে, ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত বায়ু,
ভানু ধাইল আকাশ-পথে।
একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই
ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বান-বাণী—চাহ সেই মুখপানে—
তাঁহার আশিস্ লয়ে,
চল রে যাই সবে তাঁর কাজে!

কীর্ত্তন।

ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন-দুর্ল্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব!
আমি কি আর কব!

এই সংসারপথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমূরতি তব !
আমি কি আর কব।
সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া লব !
আমি কি আর কব !
অপরাধ যদি করে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব !
তবু ফেলো না দূরে—দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে,
তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার, মৃত্যু-আঁধার ভব !
আমি কি আর কব !

রাগিণী দেশকার—তাল চৌতাল।

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি !
পাপতাপ হিংসা শোক,
পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল,
সেই তব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে !

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে!
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে!
(ঐ) সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এল,
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে,
এখন ফিরিব কেমনে!
পথ বলে দাও, পথ বলে দাও,
কে জানে কারে ডাকি সঘনে!
বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চলে গেল,
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে!
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে,
আয় রে ধরি তাঁর চরণে,

পথের ধূলি লেগে, অন্ধ আঁখি মোর,
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে!
কোথা গো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে!
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল,
তোমার অমৃত-ভবনে!

রাগিণী শঙ্কর—তাল ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে!
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে!
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় তার।
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে!

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ!
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান!

জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান!
বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি;
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে,
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ!

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

কেন বাণী তব নাহি শুনি, নাথ হে!
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে!
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা!
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন-জল পাত হে!
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে!

অহঙ্কার চূর্ণ কর, প্রেমে মন পূর্ণ কর,
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে!

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে!
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে!
মহান্ জগতে থাকি, বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে!
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক!
তাঁহার আহ্বান-রবে, আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে!

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামাল।

কেরে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে—
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে,
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।

বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোককাতর আকুল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা!

গুজরাটী ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু! এসেছি দীন হীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে!
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে!
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে!
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে এ বনমাঝারে।
জগত-জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে!
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে।

আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে!
এস তবে প্রভু! স্নেহ-নয়নে,
এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা!
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা!

রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে।—
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম গান,
মানব সবে শুনাও রে!
মধুর তানে নীরস প্রাণে,
মধুর প্রেম জাগাও রে।
ব্যথা দিও না কাহারে, ব্যথিতের তরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে!
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী,
প্রাণে নব বল দাও রে!
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয়,
নব নব তানে ছাও রে।

পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাও রে!

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ-পবনে,
কে যাবে এস হে শান্তি-ভবনে।
এ ভবসংসারে ঘিরেছে আঁধারে,
কেন রে ব'সে হেথা ম্লান মুখ!
প্রাণের বাসনা, হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ!
এ ভব-কোলাহল, এ পাপ-হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক;
সমুখে চাহিয়ে, পুলকে গাহিয়ে,
চল রে শুনে চলি তাঁর ডাক!
বিষয়-ভাবনা, লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্!
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে,
তথন্ কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন, দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে!

রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

চাহি না সুখে থাকিতে হে,
হের, কত দীন জন কাঁদিছে!
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন-বন্ধন নিমেষে টুটিছে;
কত ধূলিশায়ী জন, মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে!
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ,
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়বেদন করিতে মোচন,
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে!
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে, ডাকি গৃহপানে,
চরণে হবে রাখিতে হে!
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রনা,
তোমার কিরণ, করহ প্রেরণ,
অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে!

রাগিণী নট্ মল্লার—তাল চৌতাল।

চির দিবস নব মাধুরী, নব শোভা তব বিশ্বে,
নব কুসুম-পল্লব, নব গীত, নব আনন্দ!
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি-প্রবাহ হিল্লোলে!
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম-নয়ন-ছটা!
হৃদয়স্বামী, তুমি চির প্রবীণ,
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল, চির সুন্দর!

রাগিণী মহিশূরী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু!
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে, (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে।
চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ!
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে, (তোমার জগতে)
চির দিবা চির রজনী!

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ !
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক !
নিভৃত হৃদয় মাঝে কি বা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত-হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয় দান !

রাগিণী ভূপালী—তাল তালফের্‌তা।

জয় রাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপ সুন্দর !
জয় প্রেম-সাগর, জয় ক্ষেম-আকর,
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর !

রাগিণী শঙ্করা—তাল চৌতাল।

জাগিতে হবে রে !
মোহ-নিদ্রা কভু না রবে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে !

জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্ব্বভুবনে,
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে ;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ-তিমিরে !

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে,
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান !
তোমা পানে ধায় প্রাণ,
সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে, তাপ হরণ স্নেহ-কোলে !
নয়ন-সলিলে ফুটেছে হাসি,
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে, তাপ হরণ স্নেহ-কোলে !
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখী জনে তুমি নেবে তুলে, তাপ হরণ স্নেহ-কোলে !

মিশ্র ললিত—তাল একতালা।

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল, চরণ-দরশ আশে!
খুলিল দ্বার, তিমির ভার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্ব জগত ধাইল নিজ বাসে।
বিমল কিরণ প্রেম আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে!
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে!
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-কুসুম-বাসে!
উজ্জ্বল যত ভকত-হৃদয়, মোহ-তিমির নাশে।
দাও নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে!

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ডুবি অমৃত-পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী!
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা.
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে!

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে!
ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ত্বরা ক'রে।
তাপিত-হৃদয় যারা, মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।
আজি এ আকাশ মাঝে, কি অমৃত বীণা বাজে,
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে!
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে!

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

তব প্রেমসুধারসে মেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে!
কোথা কে আছে নাহি জানি,
তোমার মাধুরী পানে মেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে!

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা, জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না!
আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব? হৃদয়ের আশা পূরাবে না?

রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

তার' তার' হরি, দীন জনে!
ডাক তোমার পথে করুণাময়,
পূজন-সাধন-হীন জনে।

অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাও হে,
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।

ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।

দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে,
যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে,
অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘনে!

রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে?
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার, নাহিরে দুখ তাপ,
সে প্রেমের নাহি অবসান!

ভৈরোঁ—কাওয়ালি।

তুমি আপনি জাগাও মোরে, তব সুধা-পরশে,
হৃদয়নাথ, তিমির রজনী অবসানে হেরি তোমারে!
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখভাতি।

রাগ ভৈরোঁ—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের,
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের!
ওই যে নয়ন তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের!
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া?

হৃদয়ের ফুলগুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি প্রসাদ-সলিল দিয়া ?

রাগিণী দেশ —তাল একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে,
হের গো কি দশা হয়েছে !
মলিন বদন, মলিন হৃদয়,
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে !
বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়,
জানাতে বিরহ-বেদনা ;
দরশন নেব, তবে চলে যাব,
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে, ডাকিব তোমারে,
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে ;
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে,
আর কি পারিবে থাকিতে !
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন,
মুছিব নয়ন বারি হে ;
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণতলে তোমারি হে !

রাগিণী—কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগত রচনা!
এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে!
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে!
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে!
এ কি ঢালিছ সুধা মানব-হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে!

রাগিণী মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার;
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার!
তুমিই ত আনন্দ-লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ, অসীম শরণ দীন জনার!

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপ্‌তাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব না ক পথহারা!
যেথা আমি যাই না ক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ-ধারা!
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা!
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা!

ভজন—তাল ছেপ্‌কা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব!
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে,
চরণে চাহিয়া রহিব!
কেন এ সংসারে, পাঠালে আমারে,
তুমিই জান তা' প্রভু গো!
তোমারি আদেশে, রহিব এ দেশে,
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।

যদি বনে কভু, পথ হারাই প্রভু,
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব ;
বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে,
চরণ হৃদয়ে লইব !
তোমারি জগতে, প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব ;
শেষ হয়ে গেলে, ডেকে নিয়ো কোলে,
বিরাম আর কোথা পাইব !

রাগিণী পূরবী—তাল চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ, জাগি জাগি হে,
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে, চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে নাথ,
পাপে তাপে আর কেহ নাহি !

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে ;
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে—
নাথ, তোমারে ভুলাব হে !

তোমার প্রেমে সখা, সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর,
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে!

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ,
করুণাময় স্বামী!
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি,
চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ,
সকলি সহিব আমি!
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে,
জেনেও জানি না;
ঐ, মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই
শোক-সাগরে নামি!
আনন্দময় তোমার বিশ্ব,
শোভাসুখপূর্ণ;

আমি আপন দোষে দুঃখ পাই,
বাসনা অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর,
কঠিন আঘাতে ;
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে
থাক দিবস যামী !

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল !
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া,
পান করে শুধু হলাহল !
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল।
আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া ;

একেলা আমারে, ফেলে যাবে শেষে,
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে, চাই চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল ;
আপনার ভারে, মরি যে আপনি,
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল !

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল কাওয়ালি।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা !
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও !
দেহ গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে, মোচন কর তিমির !
জগত-আড়ালে, থেক না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও !

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন !

তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন!
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর,
তোমাব প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম-গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন!

রাগিণী আসাবরা—তাল ঝাঁপতাল।

দীর্ঘ জীবন-পথ,
কত দুঃখ তাপ,
কত শোক-দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর,
অমৃত-ভবন-দ্বার,

শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে,
এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি,
আনন্দের গান গাহি,
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার,
কিসের ভাবনা তার,
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না রে ম্রিয়মাণ!

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে, তবু মন তোমাতে ধায়!
তোমারে না জেনে বিশ্ব, তবু তোমাতে বিরাম পায়!
অসীম সৌন্দর্য্য তব, কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,—
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়!
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান্, আমি মগ্ন পাথারে,
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়!

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগৎপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি তারা, ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ!
দূরে বাসনা চপল্, দূরে প্রমোদ-কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন!
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন!

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখ'!
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক'!

প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়—
তারে তুমি ডাক, প্রভু, ডাক !
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে,
চির-আলো জ্বলিছে কোথায় !
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখ না ক !
কে আমার আত্মীয় স্বজন,
আজ আসে, কাল চলে যায় ;
চরাচর ঘুরিছে কেবল,
জগতের বিশ্রাম কোথায় !
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জনে,
তোমার স্নেহেতে নাথ, ঢাক' !

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ!
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে,
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন!

গৌড়সারং—তাল একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
ভুলেছি ও কর-পরশে!
যা-কিছু দিয়েছ, তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আছি হরষে।

আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব;
তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন,
মধুর কিরণ বরষে!

কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে,
প্রতিদিন নব প্রভাতে;
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা,
তোমার নীরব সভাতে!

জননীর স্নেহ, সুহৃদের প্রীতি,
শতধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে !

ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ,
তোমার চরণ দরশে !

প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা,
নব নব নব বরষে !

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার।

দুয়ারে বসে আছি প্রভু, সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পূরে ;
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে,
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে !

সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে,
বিমুখ হোয়ো না দীন হীনে,
যা' কর হে রব পড়ে!

রাগিণী দেওগিরি—তাল সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব!
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা!
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে,
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে!

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব!
শোন্‌রে অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব!
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশী রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব!
কি সৌন্দর্য্য অনুপম, না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা,
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব!

দেখ্‌রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়!
দেখ্‌রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়!
আঁখি মোর কার দিকে, চেয়ে আছে অনিমিখে;
কি কথা জাগিছে প্রাণে, কেমনে প্রকাশি কব!

যোগিয়া বিভাস—তাল একতালা।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে!
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে,
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে!
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে!
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাহি আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,

কাল পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে!
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে!
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর;
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে!

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়,
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
কবে হবে বিভাসিত, মম চিত্ত-আকাশে!
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি, চাহিয়া উদয় দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে
নব সুখ, নব প্রাণ, নব দিবা আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে

সে আলোকে মহাসুখে, আপন আলয় মুখে,
চলে যাব গান গাহি,
কে রহিবে আর দূর পরবাসে !

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি।

নব আনন্দে জাগো আজি ; নবরবিকিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নবজীবননির্ঝর, উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে।

রাগিণী সুহাকানাড়া—তাল কাওয়ালি।

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও !
মাঝে কিছু রেখো না রেখো না,
থেকো না থেকো না দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে হেরিব।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে, করেছি বাসনা মনে।
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দুরান্তর গগনে।

দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর আসনে!

রাগিণী যোগিয়া—তাল কাওয়ালি।

নিশি দিন চাহ রে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ গানে।
হের রে অন্তরে সে মুখ সুন্দর,
ভোল দুখ তাঁর প্রেম-মধু পানে!

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে!
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব-দেব হে!
সর্ব্বলোক পরমশরণ, সকল মোহকলুষহরণ.
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোক-শান্ত স্নিগ্ধচরণ॥

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে!
হৃদয়-নন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে!
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয় ভবন ॥
এস্ এস শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত প্লাবনে।
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক্ সকল গেহ ॥

রাগিণী নাচারী তোড়ি—তাল ধামার।

নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে!

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে,
ভুলে যাও অভিমান।

এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
রেখো না রে ব্যবধান।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস,
মুখে লয়ে এস হাসি ;
হৃদয়েব থালে লয়ে এস ভাই,
প্রেম ফুল রাশি রাশি !
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে,
রহিলে তাঁহারে ভুলে ;
অনাথ জনের মুখপানে আহা,
চাহিলে না মুখ তুলে !
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত,
ব্যথিলে পরের প্রাণ ;
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হল অবসান !
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না !
হৃদয় মাঝারে. ডেকে নিতে তাঁরে,
হৃদয় কি খুলিবে না !
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া
প্রেমের অমৃত তাঁরি ;

পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী!

রাগিণী খট্‌—তাল ঝাঁপতাল।

পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে,
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার-পারে!
মধুর শীতল ছায়, শোক তাপ দূরে যায়,
করুণাকিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে!

গৌড়সারং—তাল চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে, হৃদয় শতদল মাঝে,
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ!
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে;
সহসা কোলাহল মাঝে, শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী!

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস,
এস মনোরঞ্জন!
আলোকে আঁধার হৌক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন!
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি;
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে, শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন!

গুর্জ্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল।

প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুসুমগন্ধে,
বিহঙ্গম গীত-ছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে, প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে—
বিরল আসনে বসি, তুমি সব দেখিছ চাহি!
চারিদিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে!
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি!

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

ফিরো না ফিরো না আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে!
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আন গো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে, তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও, তাঁর কাছে রেখে আপনারে!

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
  আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
  নাম-গান-অহঙ্কার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহি ত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
  কেহ নাহি জানে আর হে!

ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে, রাখ তম হতে.
রাখ রাখ বার বার হে।

রাগিণী কল্যাণ—তাল পটতাল।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে,
আমি মানব কি লাগি একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বেশ্বর সুরপতি অসীম রহস্যে,
নীরবে একাকী তব আলয়ে।
আমি চাহি তোমা পানে—
তুমি মোরে নিয়ত হেরিছ,
নিমেষ বিহীন নত নয়নে!

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।

মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি;
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভা-মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত!

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না!
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না!
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে;
হারাই হারাই সদা হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে!
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে!
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে!

আর কারো পানে চাহিব না আর,
করিব হে আমি প্রাণপণ ;
তুমি যদি বল, এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন !

রাগিণী আসা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা
চল রে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাক রে তাঁর নামে সবারে নিজধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখী কাতর জনে, রেখো রে রেখো মনে,
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি তাঁরে, ভোল রে আপনারে,
সবারে কর রে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে,
জীবন কর রে যাপন।

এত যে সুখ আছে, কে তাহা শুনিয়াছে,
চল রে সবারে শুনাই—
বল রে ডেকে বল, "পিতার ঘরে চল,
হেথায় শোক তাপ নাই!"

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি,
তারা ত চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু-মাঝারে।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়,
দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে!
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি হায় ভেঙ্গে সব যায়,
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে!—

সুখের আশায় মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি দুখ-পাথারে ;
রবি শশী তারা, কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমারে !

রাগিণী আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি !
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে,
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান!
বিতর বিতর প্রেম, পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হোক্ তোমারি !

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারী মন করিয়া হরণ, চরণে দিবে আনি!
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব,
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, অমি কিছুই না জানি;
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি!

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।

তবু ত আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবু ত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা, তোমার আশিস্-বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগত-পুরে, মোরে ত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়!

কর্ণাটী ঝিঁঝিট্—কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননি!
দীনহীনে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে, জানি গো!
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
চরণতলে ব'সে থাকিব;
আর আমি যে কিছু চাহি নে,
জননী ব'লে শুধু ডাকিব!
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব—
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী!

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল ঢিমা তেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়!
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে, ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগন-তলে,
তব সুধাবাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম-আলয়!

রাগিণী মিশ্র বেলাওল—তাল ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।

কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে,
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন।

রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল।

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে,
কি বা মহিমা তব বিকাশিল!
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল!
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল'!

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড় রে আপন কথা।

আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হ'ল বাহির!

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু,
প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান!
কোরো না সখা, কোরো না
চিরনিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দেও স্থান!

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে,
শোন শোন পিতা!
কহ কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে,
মঙ্গল-বারতা!

ক্ষুদ্র-আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায়, হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা!
সুখ-আশে দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায়,
এ মরু প্রান্তরে!
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে,—
কাঁদে তখন আকুল মন,
কাঁপে তরাসে!
কি হবে গতি, বিশ্ব পতি,
শান্তি কোথা আছে—
তোমারে দাও, আশা পূরাও
তুমি এস কাছে!

রাগিণী পূরবী—তাল কাওয়ালি।

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে এ কি খেলা!
আজি বহে অমৃত সমীরণ, চল চল এই বেলা।

তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে.
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা !

রামকেলী—কাওয়ালি

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে—
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।
যেই সুধারস পানে, ত্রিভুবন মাতে,
তাহা মোরে দাও !

রাগিণী আসাবরী টোড়ি—তাল তেওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা.
কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া !

প্রভু হে, যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে!

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

সখা, মোদের বেঁধে রাখ প্রেম-ডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ-তলে বাধ' ধরে,—
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।
কঠোর পরাণে, কুটিল বয়ানে,
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে, দুয়ার দিয়ে প্রাণে,
গরবে আছি বসে চাহি আপনা পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে,—
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে!

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে!

বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে,
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে!
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন,
কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে!

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার, করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই!
চৌদিকে বিষাদ-ঘোরে, ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই!
ফেলিয়া শোকের ছায়া, মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়;—
তবু সে মৃত্যুর মাঝে, অমৃত মূরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই!

তোমার আশ্বাস বাণী, শুনিতে পেয়েছি প্রভু,
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু;
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে, পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই!

রাগিণী ইমন কল্যাণ - তাল তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে'
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো,
দুখ জ্বালা সেই পাসরে—
সব দুখ জ্বালা সেই পাসরে!
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে,
তব নামে কত মাধুরী;
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে,—
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে!

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝ,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে!

ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে!

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা!
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেও না,
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে!
চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে, শূন্য ভবন মম!

রাগিণী ললিতাগৌরী—তাল ঝাঁপতাল।

হৃদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে,
এস হে আনন্দময়, এস চির-সুন্দর!
দেখাও তব প্রেমমুখ পাসরি সর্ব্ব দুখ,
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহর!

শুভদিন শুভরজনী আন এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম ;
মধুর চির সঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা-নির্ঝর !

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে !
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলি জানিছ হে,—
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে !
অপরাধ কত করেছি নাথ, মোহ-পাশে পড়ে ;
তুমি ছাড়া প্রভু, মার্জ্জনা কেহ করিবে না সংসারে !
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন, তোমার প্রেম-পাথারে ;
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব, তব মিলন অমৃত-ধারে !
আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার ;
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু, লয়ে যাও সংসার-সাগর-পারে !

বেলাবলী—রূপক।

হে মন তাঁরে দেখ আঁখি খুলিয়ে,
যিনি আছেন সদা অন্তরে।

সবারে ছাড়ি প্রভু কর তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখ তাঁর অধীনে!

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

হে মহা প্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য!
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ,
ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র!
অন্ত নাহি জানে, মহাকাল মহাকাশ
গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ;
তব অভয় চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু!

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

হেরি তব বিমল মুখভাতি—
দূর হল গহন দুখ রাতি।

ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে,
দিনু হৃদয়-কমল দল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতিকণা লাগি,
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,
তব দরশ পরশ সুখ মাগি!
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুম পাঁতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি!
ধ্বনিত বন বিহগ কলতানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল,
পূর্ণ সব তব রচিত গানে!
প্রেম-রস পান করি, গান করি কাননে,
উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখভাতি!

রাগিণী হাম্বির—তাল তেওরা।

আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম!
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি!

রবি যায় অস্তাচলে, আঁধারে ঢাকে ধরণী,
কর কৃপা অনাথে, হে বিশ্বজনজননি!
অতৃপ্ত বাসনা লাগি, ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা বৃথা মেলা বৃথা বেলা গেল বহে;
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে, লহ শান্তি-নিকেতনে,
স্নেহ কর পরশনে, চির শান্তি দেহ আনি!

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,
আমায় আনন্দে ভাসাও!
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও!
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি পাথারে,
সব সুখ দুঃখ থামিয়া যাক্ হৃদয় মাঝারে,
সকল বাক্য সকল শব্দ, সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ,
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও!

রাগিণী দেও গান্ধার—তাল চৌতাল।

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কি বা শোভা দেখালে.
শান্তিলোক জ্যোতিলোক প্রকাশি!
নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্ দিগন্তে,
আবরিয়া রবি শশী তারা—
পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি!

রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল।

আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে!
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী—
নিশি দিন সুখে শোকে,
সেই চিব আনন্দ, বিমল চির সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ।
পরা শান্তি পরম প্রেম,
পরা মুক্তি পরম ক্ষেম,
সেই অন্তরতম চির সুন্দর প্রভু চিত্ত-সখা,
ধর্ম্মঅর্থকামভরণরাজা, হৃদয় হরণ!

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

(আজি) প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে !
(তুমি) আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে।
হৃদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে !
সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে !

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত ;
তব চরণ কমল রতন রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে,
মর্ম্ম মাঝারে শল্য বরষে ;
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।

আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
　　পরম পরাণবল্লভ।
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব
　　সকরুণ করপল্লব।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক
　　আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
　　থাক থাক চিরবাঞ্ছিত।

রাগিণী ভূপালী—তাল কাওয়ালি

আজি এ ভারত লজ্জিত হে
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
　　　　সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে॥
ধিক্‌কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বিপরে,
ধূলি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে;

রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে
কর আমারে সহসা তর্জিত হে!
পঙ্কেতে [illegible] নগরে গ্রামে,
[illegible] নামে
[illegible] আমা[illegible]
[illegible] সজ্জিত হে॥

কীর্তন।

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে সুখ দিয়েছ॥
(দয়া করে)
(দুখ দিলে আমায় দয়া করে)
হৃদয় যাহার শত খানে ছিল,
শত স্বার্থের সাধনে;
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে॥

(কুড়ায়ে এনে) (শত খান হতে কুড়ায়ে এনে)
(ধূলা হতে তারে কুড়ায়ে এনে)

সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে;
তুমি যে আমার কত আপনার,
এবার সে কথা বোঝালে ॥
(বুঝায়ে দিলে) (হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে)
(তুমি কে হও আমার বুঝায়ে দিলে)

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে!
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছ তোমারি দুয়ারে ॥
(আমি না জানিতে) (কোথা দিয়ে আমায় এনেছ
আমি না জানিতে)।

রাগিণী কালাংড়া—তাল ঠুংরি।

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে;
পূজা-কুসুমে রচিয়া অঞ্জলি
আছি বসে ভবসিন্ধু কিনারে।

যত দিন রাখ তোমা মুখ চাহি.
ফুল্ল মনে রব এ সংসারে।
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে,
দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে ॥

রাগিণী কেদারা—তাল সুরফাঁকতাল।

উঠি চল সুদিন আইল,
আনন্দ সৌগন্ধ উচ্ছ্বসিল!
আজি বসন্ত আগত স্বরগ হতে
ভক্ত-হৃদয়-পুষ্প-নিকুঞ্জে; সুদিন আইল!

কীর্ত্তন।

ওহে জীবন-বল্লভ,
ওহে সাধন দুর্ল্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা
কিছুই নাহি কব;
শুধু জীবন মন চরণে দিনু
বুঝিয়া লহ সব!—

(দিনু চরণতলে—)
(কথা যা ছিল দিনু চরণতলে)
(প্রাণের বোঝা বুঝে লও—দিনু চরণতলে)
আমি কি আর কব !
এই সংসারপথ সঙ্কট অতি
কণ্টকময় হে ;
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে
প্রেমমূরতি তব !
(নীরবে যাব—)
পথের কাঁটা মান্‌ব না—নীরবে যাব)
(হৃদয় ব্যথায় কাঁদ্‌ব না--নীরবে যাব)
আমি কি আর কব !
আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু
প্রিয় অপ্রিয় হে ;
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা
মাথায় তুলিয়া লব !
(আমি মাথায় লব—)
(যাহা দিবে তাই মাথায় লব)
(সুখ দুখ তব পদধূলি ব'লে মাথায় লব)
আমি কি আর কব !

অপরাধ যদি করে থাকি পদে
না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো
বেদনা নব নব !
(দিয়ো বেদনা—)
(যদি ভাল বোঝ দিয়ো বেদনা)
(বিচারে যদি দোষী হই—দিয়ো বেদনা
আমি কি আর কব !
তবু ফেলো না দূরে—দিবসশেষে
ডেকে নিয়ো চরণে ;
তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার
মৃত্যু-আঁধার ভব !
(নিয়ো চরণে—)
(ভবের খেলা সারা হ'লে—নিয়ো চরণে
(দিন ফুরাইলে দীননাথ—নিয়ো চরণে)
আমি কি আর কব !

কীর্ত্তন।

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে,
ছিলাম নিদ্রামগন !

সংসার মোরে মহামোহঘোরে
ছিল সদা ঘিরে সঘন ॥
(ঘিরে ছিল ঘিরে ছিল হে আমায়) (মোহ ঘোরে,
(মহামোহে)
আপনার হাতে দিবে যে বেদনা,
ভাসাবে নয়নজলে ;
কে জানিত হবে আমার এমন
শুভ দিন শুভ লগন ॥
(জানিনে জানিনে হে আমি স্বপনে)
(আমার এমন ভাগ্য হবে, আমি জানিনে জানিনে হে)
জানি না কখন্ করুণা-অরুণ
উঠিল উদয়াচলে ;
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল
আমার হৃদয়-গগন ॥
আমার হৃদয়-গগন পূরিল) (তোমার চরণ-কিরণে)
(তোমার করুণা-অরুণে)
তোমার অমৃতসাগর হইতে
বন্যা আসিল কবে ;
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল
কখন্ হইল ভগন ॥

(যত বাঁধ ছিল যেখানে, ভেঙে গেল ভেসে গেল হে)

স্থবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ,

পরাণে দিয়েছ আশা ;

আমার জীবনতরণী হইবে

তোমার চরণে মগন ॥

(তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে—আমার জীবনতরণী)

(অভয় চরণে গিয়ে লাগিবে)

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

কে বসিলে আজি হৃদাসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,

জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর।

সহসা ফুটিল ফুল মঞ্জরী শুকানো তরুতে,

পাষাণে বহে সুধা ধারা !

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ঝাঁপতাল।

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে,

চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোক ছায়ে ?

হে বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আঁধার,

কতকাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায় ?

আত্মা-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তাঁর,
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায়।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

চিরসখা, ছেড় না মোরে ছেড় না!
সংসার গহনে নির্ভয়-নির্ভর,
নির্জ্জন সজনে সঙ্গে রহ।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে,
অবলের বল!
জরা-ভারাতুরে নবীন কর,
ওহে সুধাসাগর!

রাগিণী ভৈরবী - তাল ঝাঁপতাল।

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী,
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে! (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি তব অমৃত দুয়ারে। (হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া,
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে;

জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে। (হে প্রভু)
জানি হে নাথ পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত,
শয়ান আছে তব নয়ন সম্মুখে। (হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী,
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে। (হে প্রভু)
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশভয় পাথারে;
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি,
ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে! (হে প্রভু)

কীর্ত্তন।

তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই,
আমি বড় আমি বড় বলিছে সবাই।
(সবাই বড় হল হে)
(সবার বড় কাছে নেই বলে,
সবাই বড় হল হে)
(তোমায় দেখিনে বলে,
তোমায় পাইনে বলে,
সবাই বড় হল হে)

নাথ, তুমি একবার এস হাসি মুখে,
এরা ম্লান হয়ে যাক্ তোমার সম্মুখে।
(লাজে ম্লান হোক্ হে)
(আমারে যারা ভুলায়েছিল,
লাজে ম্লান হোক্ হে,)
(তোমারে যারা ঢেকেছিল,
লাজে ম্লান হোক্ হে)
কোথা তব প্রেমমুখ বিশ্বঘেরা হাসি,
আমারে তোমার মাঝে কর গো উদাসী!
(উদাস কর হে)
(তোমার প্রেমে,
তোমার মধুর রূপে,
উদাস কর হে)
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার,
ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ নাথ অভিমান তার!
(অভিমান চূর্ণ কর হে,
তোমার পদতলে মান চূর্ণ কর হে,
পদানত করে মান চূর্ণ কর হে)

রাগিণী আশা ভৈরোঁ—তাল তেওরা।

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয় শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক লেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি।
তোমারি নামে পূর্ব্ব তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবন সাগরে জাগিল লহরী লীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে!
আমার প্রাণ তোমারি দান,
তুমিই ধন্য ধন্য হে!
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে,
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে!

তোমার বিশাল বিপুল ভুবন,
করেছ আমার নয়ন-লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন,
তুমিই ধন্য ধন্য হে!
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে,
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে!

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাল।

তোমারি সেবক কর হে আজি হতে আমারে।
চিত্তমাঝে দিবারাত, আদেশ তব দেহ নাথ,
তোমার কর্ম্মে রাখ বিশ্ব-দুয়ারে!
কর ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুব্ধ আশা,
লোকভয়, দূর করি দাও দাও!
রত রাখ কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে,
মগ্ন কর আনন্দ রসধারে॥

রাগিণী ইমন—তাল তেওরা।

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!

তব নন্দনগন্ধ-নন্দিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে;
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো!

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে;
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে!

তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া;
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো!

রাগিণী পিলু—তাল মধ্যমান।

দিন যায় রে দিন যায় বিষাদে,
স্বার্থ কোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায়!
এসেছ ক্ষণতরে ক্ষণপরে যাইবে চলে,
জনম কাটে বৃথায় বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায়!

রাগিণী আড়ানা—তাল ঝাঁপতাল।

নিত্য-সত্যে চিন্তন করয়ে বিমল হৃদয়ে,
নির্ম্মল অচল সুমতি রাখ ধরি সতত।
সংশয়-নৃশংস সংসারে প্রশান্ত রহ,
তাঁর শুভ ইচ্ছা স্মরি বিনয়ে রহ বিনত।
বাসনা কর জয়, দুর কর ক্ষুদ্র ভয়,
ভোল প্রসন্ন মুখে স্বার্থসুখ আত্মদুখ,
প্রেম-আনন্দরসে নিয়ত রহ নিরত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল!
গরলরস পানে জর জর পরাণে,

মিনতি করি হে করযোড়ে,
জুড়াও সংসার-দাহ তব প্রেমের অমৃতে !

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা,
এবে তোমার ক্রোড় চাহি !
শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি !
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে,
তব শান্তিবারি চাহি !
আজি সর্ব্ববিত্ত ছাড়ি,
তোমায় নিত্য নিত্য চাহি !

রাগিণী জিলফ্ বারোঁয়া—তাল সুরফাঁকতাল।

প্রতি দিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর !
তুমি যদি থাক মনে, বিকচ কমলাসনে,

তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর!
তুমি শোন যদি গান, আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখ পরে, রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে দম্ভ করহ দূর!
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর!

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার অপার আকাশের তলে,
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে, নয়নের জলে,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!

তোমার বিচিত্র এ ভব সংসারে,
কর্ম্ম-পারাবার পারে হে—
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
তোমার এ ভবে, মম কর্ম্ম যবে
সমাপন হবে হে—
ও গো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র সূর্য্য কিরণে তোমার করুণ নয়ন পাত!
সুখ সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদ বারি,
দুখ সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত!
জীবনে জ্বাল অমর দীপ, তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হোক্ তোমারি চরণে সুপ্রভাত!

লহ লহ মম সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি,
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ!

রাগিণী লচ্ছাসার—তাল ঝাঁপতাল।

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা!
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্র তারা।
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে,
পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে;
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা!

রাগিণী আড়ানা—তাল চৌতাল।

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা!
সুখ দুঃখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত হৃদয়ে শান্তি ধারা!

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে!
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে, নূতন জনম দাও হে!
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু, তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু, তব মঙ্গল কাজে;
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখ দুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ, তোমাতে মোরে, নূতন জনম দাও হে!

রাগিণী ছায়ানট—তাল সুরফাঁকতাল।

ভক্ত হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন,
নব নব তব প্রকাশ, নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর।
কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি সুধাকর।
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল পরে,
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ;
প্রেমমূর্ত্তি নিরুপম প্রকাশ কর, নাথ হে,
ধ্যান নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর!

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল একতালা।

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এস আপন হৃদয়ে!
হৃদয় মাঝে হৃদয়নাথ,
আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত
হের তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম,
হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম
নিভৃত অমৃত আলয়ে!

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে,
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে!
তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে,
নীরবে একাকী আপন মহিমা নিলয়ে!
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে!

স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর,
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে!

রাগিণী তিলক কামোদ—তাল তেওরা।

মহানন্দে হের গো সবে গীতরবে
চলে শ্রান্তিহারা—
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা!
তাঁহা হতে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ,
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া
অসীম সৃজনধারা!

কীর্ত্তন।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই.
চির দিন কেন পাই না!
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না!
(মোহমেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না)
(অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না)

ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে ;
হারাই হারাই সদা হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
(আশ না মিটিতে, পলক না পড়িতে)
(হৃদয় না জুড়াতে, হারাইয়া ফেলি চকিতে)
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে ;
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
(আমার সাধ্য কি বা, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে)
(দয়া না করিলে, কে পারে হৃদয়ে রাখিতে)
(তুমি আপনি না এলে, কে পারে হৃদয়ে রাখিতে)
আর কারো পানে চাহিব না আর,
করিব হে আমি প্রাণপণ ;
তুমি যদি বল, এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন !
(দিব শ্রীচরণে, বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন)
(দিব অকাতরে, বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন)
(দিব তোমার লাগি, বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন)

রাগিণী আসোয়ারি—তাল চৌতাল।

রক্ষা কর হে!
আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে!
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা কর হে!
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে!
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে,
আপনা হতে আপনার, মোরে রক্ষা কর হে!

রাগিণী আড়ানা—তাল কাওয়ালি।

লহ লহ তুলি লহ হে, ভূমিতল হতে, ধূলিম্লান এ পরাণ,
রাখ তব কৃপা চোখে, রাখ তব স্নেহ করতলে!
রাখ তারে আলোকে, রাখ তারে অমৃতে,
রাখ তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখ তারে কৃপা চোখে,
রাখ তারে স্নেহ করতলে!

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

সদা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে!
জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চল হে আনন্দগানে।
সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে,
থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে!
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে,
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তি রসপানে!

রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল কাওয়ালি।

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে,
ভ্রমিছ দীন প্রাণে!
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে!
জান না রে অধো ঊর্দ্ধে বাহির অন্তরে,
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়!
তোল আনত শির, ত্যজ রে ভয় ভার,
সতত সরল চিতে চাহ তাঁরি প্রেম মুখপানে!

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল সুরফাঁকতাল।

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল!
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণা ধ্বনি।
অচল বিরাজ করে—
শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর,
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর!

রাগিণী হাম্বির—তাল ধামার।

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে,
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী!
গগনে গগনে হের দিব্য নয়নে, কোন্
মহাপুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে!

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হল, আজি মম পূর্ণ হল,
শুন সবে জগত জনে!
কি হেরিনু শোভা, নিখিল ভুবননাথ
চিত্তমাঝে বসি স্থির আসনে!

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল একতালা।

হৃদয়শশী হৃদিগগনে
উদিল মঙ্গল লগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে
এ কি এ মহা মধুরিমা!
ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে,
অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে
শুধুই সুধা-পূরণিমা!
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে,
ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে
উদার দীপ-দীপ্তিমা!

চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে,
কি গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে,
প্রেমের কোথা পরিসীমা!

রাগিণী কেদারা—তাল ধামার।

হৃদি মন্দির-দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ।
শত মঙ্গল শিখা করে ভবন আলো,
উঠে নির্ম্মল ফুলগন্ধ!

রাগিণী ছায়ানট—তাল একতালা।

হে সখা, মম হৃদয়ে রহ!
সংসারে সব কাজে, ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ!
নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুখ হাসি নয়ননীরে,
লহ আমার জীবন ঘিরে;—
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ!

রাগিণী ছায়ানট—তাল একতালা।

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়!

কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়!
নদীতট সম কেবলি বৃথাই,
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়!
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে,
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়,
তব মহা মহিমায়!
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধন গুলি
রবে না কি তব পায়!

ললিত বিভাস—তাল একতালা।

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু,
বিরহদহন লাগে ;

তবুও শান্তি তবু আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে;
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল সুরফাঁক্তা।

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর, জীবননাথ!
শোকে দুখে তোমারি বাণী,
জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ।
চিতমন অর্পিণু তব পদপ্রান্তে,
শুভ্র শান্তি শতদল পুণ্য মধু পানে;
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে,
কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত!

রাগিণী কেদারা—তাল তেওরা।

আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে!
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে,
আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে!
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,—
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়,
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে!

শঙ্করা—তাল চৌতাল।

আমারে কর জীবন দান—
প্রেরণ কর অন্তরে তব আহ্বান।

আসিছে কত যায় কত,
পাই শত হারাই শত,
তোমারি পায়ে রাখ অচল মোর প্রাণ!
দাও মোরে মঙ্গল ব্রত,
স্বার্থ কর দূরে প্রহত,
থামায়ে বিফল সন্ধান, জাগাও চিত্তে সত্যজ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে শোকে,
অন্ধকারে দিবা আলোকে,
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান।

রাগিণী সিন্ধু বারেঁায়া—তাল ঝাঁপতাল।

আমি কি বলে করিব নিবেদন,
আমার হৃদয় প্রাণমন।
চিত্তে আসি দয়া করি,
নিজে লহ অপহরি,
কর তারে আপনারি ধন—
আমার হৃদয় প্রাণমন।

শুধু ধূলি শুধু ছাই,
মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে কর সমর্পণ—
স্পর্শে তব পরশরতন !
তোমারি গৌরবে যবে,
আমার গৌরব হবে,
সব তবে দিব বিসর্জ্জন,—
আমার হৃদয় প্রাণ মন !

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে !
সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে !
সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃতধারা পুরিয়া হৃদয় প্রাণ !
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে ?
শেষে কি নয়ন-নীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে !

চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয় ;
সে আনন্দ-রসপানে, চির প্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসার-তাপ সংসার মাঝারে রয়ে !

রাগিণী পরজ—তাল রূপকড়া।

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই।
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর
ধ্বনি শুনিবারে পাই !
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে,
নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে,
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে
জ্বলিতেছে এক ঠাঁই।
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী,
খেলা হল সমাধান ;
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
পারাবারে অবসান !

নীরব মন্ত্রে হৃদয়মাঝে,
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে
মুদিতলোচনে চাই।

পূরবী—তাল একতালা।

ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময়;
সে বাতাসে তরী ভাসাব না,
যাহা তোমা পানে নাহি বয়।
দিন যায় ও গো দিন যায়,
দিনমণি যায় অস্তে;
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে,
জাগিয়া উঠিছে শত ভয়!
ঘরের ঠিকানা হল না গো,
মন করে তবু যাই যাই;
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো,
সে দিকের পথ চিনি নাই!

এত দিন তরী বাহিলাম,
যে সুদুর পথ বাহিয়া ;
শত বার তরী ডুবু ডুবু করি,
সে পথে ভরসা নাহি পাই !
তীর সাথে হের শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান ;
রসি খুলে দেবে কবে মোরে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ !
কবে অকূলের খোলা হাওয়া,
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন ঘোর রবে
মহাসাগরের কলগান !

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

ডাক মোরে আজি এ নিশীথে !
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাক হে,
তোমারি অমৃতে !

জ্বাল তব দীপ এ অন্তর তিমিরে,
বারবার ডাক মম অচেত চিতে!

ভৈরবী—ঠুংরি।

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি!
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি!
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ,
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ,
সাথে যদি দাও ভকতি!
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে;
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল জঞ্জাল গুলিতে।

বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে
তোমার চরণ ধূলিতে ;
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসার তলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে !
যে পথ ঘুরিতে দিয়েছ, ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল শ্রান্তিহরণে !
দুর্গম পথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে ;
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়,
নিখিলশরণ-চরণে !

বেহাগ—কাওয়ালি।

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই –

কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই!
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে,
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি,
নিশি দিন কাঁদি তাই!
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার,
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার
রাখিবারে যদি পাই!

সুরট মল্লার—তাল একাদশী।

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া,
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।

ফিরিব আহ্বান মানিয়া
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে।
মজিয়া অনুখন লালসে,
রব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জ্জর জীবন,
ব্যর্থ দিবসের লাজে হে!
আমারে রহে যেন না ঘিরি
সতত বহুতর সংশয়ে;
বিবিধ পথে যেন না ফিরি
বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে,
না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয় গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে!

সর্ফর্দ্দা—আড়া।

দুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে,
জাগি হেরিনু তব প্রেম-মুখ-ছবি।

হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে, প্রাতে শুভ্র রবি।
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দ-গাথা,
আশা হৃদয়ে বহি নিত্য গাহে কবি।

সাহানা—নবতাল।

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর পাথারে
হোস্‌নে দিশে হারা।
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ,
বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি তোল প্রাণ,
টুটিয়া মোহকারা।
রাখিয়ো বল জীবনে,
রাখিয়ো চির আশা,
শোভন এই ভুবনে
রাখিয়ো ভালবাসা।

সংসারের সুখে দুখে,
চলিয়া যেয়ো হাসি মুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে
তাঁহারি সুধাধারা!

ললিত—সুরফাঁক্তা।

পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ!
হের পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন আলোক উল্লাসে,
লোকে লোকে উঠে প্রাণ তরঙ্গ!
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে,
কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান;
জাগ জাগ চল মঙ্গল পথে,
যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ।

রাগিণী আড়ানা—তাল একতালা।

মন্দিরে মম কে আসিল হে!
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে।

সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে।

রাগিণী আসাবরী—তাল ঝাঁপতাল।

মনোমোহন গহন যামিনী শেষে,
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি,
শুভ্র আলোক লাগায়ে।
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,
আঁধার গেল মিলায়ে;
শান্তিসরসী মাঝে চিত্তকমল,
ফুটিল আনন্দ বায়ে।

রাগিণী ভূপনারায়ণ—তাল একতালা।

মোরা সত্যের পরে মন,
আজি করিব সমর্পণ।
জয় জয় সত্যের জয়!

মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন!
জয় জয় সত্যের জয়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়!
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়!
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়!
জয় জয় সত্যের জয়!
মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ,
আজি করিব সকলে দান!
জয় জয় মঙ্গলময়!
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে,
গাহিব পুণ্যগান!
জয় জয় মঙ্গলময়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু অশুভ চিন্তা নয়!
যদি দৈন্য বহিতে হয়!
তবু অশুভ কর্ম্ম নয়!

যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময়!

সেই অভয় ব্রহ্মনাম,
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়!

মোরা করিব না শোক, যা হবার হোক্,
চলিব ব্রহ্মধাম!
জয় জয় ব্রহ্মের জয়!

যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়!
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়!
যদি মৃত্যু নিকট হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়!
জয় জয় ব্রহ্মের জয়!

মোরা আনন্দমাঝে মন,
আজি করিব বিসর্জ্জন!
জয় জয় আনন্দময়!

সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে
আনন্দ-নিকেতন!
জয় জয় আনন্দময়!

আনন্দ চিত্ত-মাঝে,
আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে
দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্ব্বলোকে,
মৃত্যু বিরহে শোকে!
জয় জয় আনন্দময়!

রামকেলী—তাল তেওরা।

মোরে, ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে!
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে,

স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হতে জাগ,
সব জড়তা হতে জাগ জাগ রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে!”
বাহির কর তব পথের মাঝে,
বরণ কর মোরে তোমার কাজে!
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন,
মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন,
তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন,
নবীন নির্ম্মল বিভাতে!

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার,
বন্ধ রহে গো কভু;
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু!
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে,
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,

দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু!
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে,
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু!
যদি কোন দিন তোমার আসনে,
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু!

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

বল দাও মোরে বল দাও,
প্রাণে দাও মোর শকতি;
সকল হৃদয় লুটায়ে,
তোমারে করিতে প্রণতি!
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
সব অপকার ক্ষমিতে,

সকল গর্ব্ব দমিতে,
  খর্ব্ব করিতে কুমতি!
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
  জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে,
  চিত্তের চিরবসতি!
তব কাজ শিরে বহিতে,
  সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে,
  নীরবে করিতে ভকতি!
তোমার বিশ্বছবিতে,
  তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে,
  হেরিতে তোমার আরতি!
বচন মনের অতীতে,
  ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে,
  শুনিতে তোমার ভারতী!

রাগিণী বাহার—তাল সুরফাঁক্তা।

বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত সুমধুর,
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম!
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝরঝর নির্ঝর তব পায়ে!
বিসরিব সব সুখ দুখ চিন্তা অতৃপ্ত বাসনা,
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে,
অনুখন আনন্দ বায়ে।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হ'রে ওরে দীন!
হের চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে,
সর্ব্ব চরাচর লীন।
শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত,
শূন্যতলে উথলে জয় সঙ্গীত,
হের বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত,
নন্দিত নিত্য নবীন।

নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন,
নাহি দুঃখ সুখ তাপ ;
নির্ম্মল নিষ্কল নিভয় অক্ষয়,
নাহি জরাজ্বর পাপ।
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন,
প্রেম নিরন্তর, জোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন,
সান্ত্বন অন্তবিহীন।

তিলক কামোদ—তাল সুরফাঁক্তা।

শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে,
নাথ চিত্ত মাঝে!
সুখে দুখে সব কাজে,
নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখ নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র,
অনিমেষ মম লোচনে,
গভীর তিমির মাঝে।

কাফি—সুরফাঁক্তা

শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে,—
চির ভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে!
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রি চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা।
কত পথ আছে বাকি, যাব চলি ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে!

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

সফল কর হে প্রভু আজি সভা!
এ রজনী হোক্ মহোৎসবা।
বাহির অন্তর ভুবনচরাচর,
মঙ্গলডোরে বাঁধি এক কর,
শুষ্ক হৃদয় কর প্রেমে সরসতর,
শূন্য নয়নে আন পুণ্যপ্রভা!

অভয়দ্বার তব কর হে অবারিত,
অমৃত উৎস তব কর উৎসারিত,
গগনে গগনে কর প্রসারিত,
অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা!
সব ভকতে তব আন এ পরিষদে,
বিমুখ চিত্ত যত কর নত তব পদে,
রাজ অধীশ্বর তব চির সম্পদে,
সব সম্পদ কর হত গরবা!

ভৈরবী—একতালা।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ;
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায়,
গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে ;
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে,
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে,
শূন্য হৃদয় দান।

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে,
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে,
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া
মোর সব কাজে, মোর সব অবসরে,
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ তরে,
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয় পরে,
চরণ হইতে তব পদধূলি তুলিয়া।

যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায় স্বামী,
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া ;
যে অনল তাপ যখনি সহিব আমি,
এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া।
যবে দুখদিনে শোক তাপ আসে প্রাণে,
তোমারি আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
পরুষ বচন যতই আঘাত হানে,
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।

রামকেলি—একতালা।

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে,
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কাজে,
নবীন কর এ জীবনে হে।
খুলি মোর গৃহদ্বার
ডাক তোমারি ভবনে হে।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

মন তুমি নাথ লবে হরে,
বসে আছি সেই আশা ধরে।

নীলাকাশে ওই তারা ভাসে,
নীরব নিশীথে শশী হাসে,
দু'নয়নে বারি আসে ভরে'
বসে আছি আমি আশা ধরে ॥
স্থলে জলে তব ধূলিতলে,
তরুলতা তব ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেমডোরে—
নানা দিকে দিকে, নানা কালে,
নানা সুরে সুরে, নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে—
বসে আছি সেই আশা ধরে ॥

কাফি—তেওরা।

যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ,
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি!
যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি!

যে কেহ মোরে বেসেছ ভালো,
জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি,
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু কাছে এসেছে, আছে,
এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি!
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে,
টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি!
জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি
পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি!

দেশ মল্লার—তেওরা।

গরব মম হরেছ প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ!
কেমনে মুখ সমুখে তব, তুলিব আমি আজ!

তোমারে আমি পেয়েছি বলি,
মনে মনে যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু সংসারেতে,
করিতে তব কাজ—
কেমনে মুখ সমুখে তব,
তুলিব আমি আজ!
জানিনে নাথ, আমার ঘরে,
ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে,
নিজেরে তব চরণ পরে,
সঁপিনি রাজ রাজ!
তোমারে চেয়ে দিবস যামী,
আমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখিনে স্বামী,
তব মহিমা মাঝ,—
কেমনে মুখ সমুখে তব,
তুলিব আমি আজ!

ভূপ নারায়ণ—একতালা।

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।

শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে ;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !

সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে।
কেবলি তোমার স্তবে নয়,
শুধু সঙ্গীত রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে ,
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে,
জানি বলে নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।

শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে –
দুখ শোক যেথা আঁধার করিয়া রহে ;
নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে !
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে !

বেহাগ—তেওরা।

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে !
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে !
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে,
এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে !
আমার পরাণ পলকে পলকে,
চোখে চোখে তব দরশ মাগে !

এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে,
ইহার মাধুরী বাড়াও হে !
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে,
দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে !

যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে!
দাঁড়াও যেথানে বিরহী এ হিয়া,
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে!

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

দিন ফুরাল হে সংসারী!
ডাক তাঁরে ডাক যিনি শ্রান্তিহারী!
ভোল সব ভব-ভাবনা,
হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি!

ঝুম—কাওয়ালি।

আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে!

দিকে দিগন্তে যত আনন্দ,
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে,
তোমার মন্দিরে উচ্ছাসে!
আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
অখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে,
বাঁশরীর সুরে বিলাসে!

ভূপালী—কাওয়ালি।

তুমি যে আমারে চাও,
আমি সে জানি!
কেন যে মোরে কাঁদাও,
আমি সে জানি!
এ আলোকে এ আঁধারে,
কেন তুমি আপনারে,
ছায়াখানি দিয়ে ছাও,
আমি সে জানি!

সারাদিন নানা কাজে,
কেন তুমি নানা সাজে,
কত সুরে ডাক দাও
 আমি সে জানি!
সারা হ'লে দেয়া-নেয়া,
দিনান্তের শেষ খেয়া,
কোন্-দিক্-পানে যাও,
 আমি সে জানি।

পিলু।

কি সুর বাজে আমার প্রাণে,
আমিই জানি, মনই জানে!
 কিসের লাগি সদাই জাগি,
 কাহার কাছে কি ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে,
আমিই জানি, মনই জানে!

দ্বারের পাশে প্রভাত আসে,
সন্ধ্যা নামে বনের বাসে;

সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে,
বিকল করে সকল কাজে,
বাজায় কে যে কিসের তানে,
আমিই জানি, মনই জানে!

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয় পদ্মদলে।

ইমন ভূপালী—একতালা।

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর বন্ধন সব
মোচন কর হে!
প্রভু, মোচন কর ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত
কর নিঃসংশয়।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর জড় বিষাদ
মোচন কর হে!

প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্ব্বল চিত
করহ জাগরূক।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর স্বার্থপাশ
মোচন কর হে!
প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ,
কর প্রেম সলিল দান;
ক্ষতি পীড়িত শঙ্কিত চিত
কর সম্পদবান।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!

রাগিণী বাগেশ্রী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে,
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে!

হরষ রস বরষি যত তৃষিত ফুল-পাতে,
কুঞ্জ-কানন-পবন পরশ তব আনে!
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্ম্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশদিশি সুরম্য সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হল দূর সব দৈন্য-অবসানে!

ইমণ কল্যাণ—চৌতাল।

ডাকি তোমারে কাতরে, দয়া কর দীনে,
রাখ হে রাখ হে অভয় চরণে!
ধন জন তুচ্ছ সকলি, সকলি মোহমায়া,
বৃথা বৃথা জানিহে, প্রাণ চাহে যে তোমা পানে।

রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল।

নব নব পল্লব রাজি
সব বন উপবনে উঠে বিকাশিয়া,
দখিণ পবনে সঙ্গীত উঠে বাজি॥
মধুর সুগন্ধে আকুল ভুবন,
হাহা করিছে মম জীবন,

এস এস সাধন-ধন,
মম মন কর পূর্ণ আজি ॥

নট মল্লার—একতালা।

মোরে বারে বারে ফিরালে।
পূজাফুল না ফুটিল,
দুখনিশা না ছুটিল,
না টুটিল আবরণ!
জীবন ভরি মাধুরী,
কি শুভ লগনে জাগিবে!
নাথ, ওহে নাথ,
কবে লবে তনু মন ধন!

রাগিণী নায়েকী কানাড়া—তাল একতালা।

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস রাত;
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে
স্মরিব জীবন-নাথ!
যে দিন তোমার জগৎ নিরখি,
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি,

সে দিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়ন পাত !
বারে বারে তুমি আপনার হাতে
স্বাদে সৌরভে গানে,
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে
তুমি আছ মোর সাথ !

ইমন্—চৌতাল।

শক্তিরূপ হের তাঁর,
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে,
বিশ্বকাজে, চিত্ত মাঝে,
দিনে রাতে ॥

জাগ রে জাগ জাগ,
উৎসাহে উল্লাসে,
পরাণ বাঁধ রে মরণ-হরণ
পরমশক্তি সাথে ॥
শ্রান্তি আলস বিষাদ,
বিলাস দ্বিধা বিবাদ,
দূর কর রে!
চল রে,—চল রে কল্যাণে,
চল রে অভয়ে, চল রে আলোকে,
চল বলে!
দুখ শোক পরিহরি
মিল রে নিখিলে নিখিলনাথে ॥

বাগেশ্রী—তেওরা।

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী!
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী!

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী!
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমারি সনে।
দিন অবসানে ভাবি বসে ঘরে,
তোমার নিশীথ-বিরাম সাগরে,
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী!

আড়ানা—একতালা।

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না!

সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন
পাব তব পদ-রেণুকণা!
তব আহ্বান আসিবে যখন,
সে কথা কেমনে করিব গোপন?
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা।
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে,
সেদিন সকলি যাবে দূরে;
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে,
তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভবসংসার বাতায়নতলে
বসে রব যবে আনমনা!

পূরবী—ধামার।

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে!
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে!

ইমন কল্যাণ—আড়া চৌতাল।

সংসারে কোন ভয় নাহি নাহি,
ওরে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
রয়েছি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশি দিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোক-লোকান্তরে॥

বাহার—ধামার।

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে,
সুগন্ধ ভাসে আনন্দ-রাতে!
খুলে দাও দুয়ার সব,
সবারে ডাক ডাক,
নাহি রেখো কোথাও কোনো বাধা,
অহো আজি সঙ্গীতে মন প্রাণ মাতে!

ইমন কল্যাণ—তাল ঝম্পক।

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়!
সহায় মোর না যদি জুটে,
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি, নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়!
নম্রশিরে সুখের দিনে,
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়!

সিন্ধু কাফি—ঝাঁপতাল।

চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে,
কত নীরব নিরজনে, কত মধু-সমীরে।

গগনে গ্রহ-তারাচয়, অনিমেষে চাহি রয়,
ভাবনা-স্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে।
চাহিয়া রহে আঁখি মম, তৃষ্ণাতুর পাখীসম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত-গভীরে ;
কোন্ শুভ প্রাতে, দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দ-নীরে !

ভীমপলশ্রী—তেওরা।

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে !
সব গগন উদ্বেলিয়া, মগন করি' অতীত অনাগত,
আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল
এ কি আনন্দ তরঙ্গ !
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি কম্পিছে চেতনা-ধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার,
কুহরে হৃদয়-বিহঙ্গ !

আড়ানা—ঢিমাতেতালা।

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে,
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগ আজি জাগ, জাগ রে তাঁরে লয়ে
প্রেম-ঘন হৃদয়-মন্দিরে!

মিশ্র সাহানা—একতালা।

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্,
তারা ত পাবে না জানিতে;
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে!
যারা কথা বলে তাহারা বলুক্,
আমি করিব না কারেও বিমুখ,
তারা নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে!
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার
নীরব হৃদয়খানিতে!

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে রবে টানিতে—
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে!
সবার সহিতে তোমার বাঁধন,
হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে;
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে!

রাগিণী বাহাদুরী টৌড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

বিমল আনন্দে জাগ রে।
মগন হও সুধাসাগরে।
হৃদয় উদয়াচলে দেখ রে চাহি,
প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে!

বেহাগ—লঘু একতালা।

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু, আলয় কোথায় বলে' ধূলায় ধূলায় লুটিয়া!
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত,
তোমার মাঝারে রব নিমগ্ন চিত,
পূজা শতদল আপনি সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া!
কোথা আছ তুমি, পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে;
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু,
যখন ফিরিব যে দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ গেহে,
তোমার অমৃত-প্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে, বক্ষে আসিবে ছুটিয়া!

ভূপালী—সুরফাঁক্‌তাল।

প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল এ কি দুর্দ্দিন!
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি-তর্জ্জন!

ঘন ঘন দামিনী, ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ!
ছাড় রে শঙ্কা, জাগ ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি,
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হের, প্রশান্ত বিরাজিত,
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ!

দরবারি টোড়ি—ঢিমাতেতালা।

ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে!
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,
সুধারসে মগন হব হে!

মিশ্র ইমন্ কল্যাণ—তাল ঝম্পক।

দুখের বেশে এসেছ বলে' তোমারে নাহি ডরিব হে!
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে!
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে!
যেমন করে দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে!
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্ জল নয়নে হে!

তুমি যে আছ বক্ষে ধরে'
বেদনা তাহা জানাক্‌ মোরে,
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে !
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্‌ জল নয়নে হে !

মিশ্র কামোদ—একতালা।

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে !
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে'।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহা দানেরি যোগ্য করে !
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে !
আমি কথনো বা ভুলি, কথনো বা চলি,
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে—
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে' !
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে' ফিরাও আমায়,

পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরি যোগ্য করে'!
আধা ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে!

ভৈরবী—তেওরা।

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী!
ওরে মন, খুলে দে মন, যা' আছে তোর খুলে দে,
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে!
আনন্দে সব বাধা টুটে, সবার সাথে ওঠ্‌রে ফুটে,
চোখের পরে আলস ভরে রাখিস্‌ নে আর আঁধন টানি!

আশোয়ারী—একতালা।

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরাণ কি নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।

আজ গিয়েছি সবার মাঝারে—সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
—দেখেছি আমার হৃদয়-রাজারে !
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা' সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে,—
দেখেছি চির-জনমের রাজারে !
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে—
কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে !
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে, দেহ মন মোর ফুরালো—
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি, সকলেরি মাঝে জুড়ালো জীবন জুড়ালো—
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো !

ভৈরবী—একতালা।

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে !
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে !
জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর হে,
মঙ্গল কর নিরলস নিঃসংশয় কর হে !

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে শান্ত তোমার ছন্দ !
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে !

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল কাওয়ালি।

আমার এ ঘরে, আপনার করে,
গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে;
সব দুখ শোক, সার্থক হোক,
লভিয়া তোমারি আলো হে !
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার,
মিলাবে ধন্য হ'য়ে।
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া
সবারে বাসিব ভালো হে !
পরশমণির প্রদীপ তোমার,
অচপল তার জ্যোতি ;
সোনা ক'রে লবে পলকে, আমার
সকল কলঙ্ক কালো !

আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি, তাহে
শুধু জ্বালা, শুধু কালী!
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো হে!

হাম্বির—তেওরা।

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই!
পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা ভুলিয়া যাই!
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে,
যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ভয়,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যেন সদা পাই!

অনুষ্ঠান।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে।
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে!
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে! তোমারি হল জয়,
তোমার কৃপায় এক হল, আজি এই যুগল হৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে, শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি, এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে!

রাগিণী জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দু'জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা'হলে আঁধারে আর বল হে কিসের ডর!
দেখো প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে থেকো জেগে,
তোমারি আলোকে বসি, উজ্জ্বল আনন-শশী,
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর!

রাগিণী সাহানা—ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি,
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়!
সম্মুখে রয়েছে তার, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়!
সেই এক আশা করি, দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি, দুইজনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে, ভাঙিয়া ফেলিবে তায়!

অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, যেন গো আশ্রয় মিলে।
দুটি হৃদয়েব সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়।

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

দুটি প্রাণ এক ঠাঁহ তুমি ত এনেছ ডাকি,
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে, বেঁধেছ যে প্রেমডোরে,
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে, সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশিস্ বলে এড়াইবে মায়া মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ, দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি!

বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর!

যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির ঊষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে;
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখায়ো আবার!

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখ গো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ-হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ!
এক সূত্র দিয়ে দেব, গেঁথে রাখ এক সাথে;
টুটে না ছিঁড়ে না যেন, থাকে যেন ওই হাতে।

তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তারে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে সংসার রৌদ্রের মাঝ!

বাহার—কাওয়ালি।

সুখে থাক আর সুখী কর সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে!
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কর,
সংশয়-নিশীথে সংসার-অর্ণবে!
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন্,
মধুর করিয়া রাখুক্ জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন,
জীবনের কাজ সাধিও নীরবে!
কত দুখ আছে, কত অশ্রুজল,
প্রেমবলে তবু থাকিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল,
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে!

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

দুজনে যেথায় মিলিছে, সেথায়
তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক!
দুজনে যাহারা চলিছে, তাদের
তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ!
যেথা দুজনের মিলিছে দৃষ্টি, সেথা হোক্ তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের
তুমি ডাক, প্রভু, তুমি ডাক!
দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে
জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব,
তোমারি আরতি হোক্!
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া, প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে
তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক!

ভূপালী—কাওয়ালি।

যে তরণী খানি ভাসালে দুজনে,
আজি হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার,
যিনি এ ভবের কাণ্ডারী!
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন্
প্রসাদপবন সঞ্চারি'!
নিয়ো নিয়ো চিরজীবনপাথেয়,
ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে!
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে,
যেয়ো অমৃতের সন্ধানে!
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে,
বিশ্বের মাঝে বিস্তারি!